জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ঘাড়ধাক্কা

দুর্গত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছনোর নামে রাজনীতি করতে গিয়ে জনগণের কাছে ঘাড়ধাক্কা খেল গদ্দার অধিকারী। ধূপগুড়ির গ্রামে ত্রাণ দিয়ে গিয়েছিল গদ্দার। ত্রাণ প্রত্যাখ্যান করে তাকে ফিরিয়ে দেন গ্রামবাসীরা

ফের বৃষ্টি

চলতি সপ্তাহেই দেশ থেকে পাকাপাকিভাবে বর্ষাবিদায়। তবে এখনই বাংলায় শীতের আমেজ নয়। সপ্তাহান্তে ফের রাজ্যের দক্ষিণে ৬ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

ওড়িশায় পুলিশের পরীক্ষায় দুর্নীতি, ৩০০ চাকরি বিক্রি

ব্যর্থ হল চক্রান্ত, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৪১ • ১৭ অক্টোবর, ২০২৫ • ৩০ আশ্বিন ১৪৩২ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 141 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 17 OCTOBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

বিজেপির কুৎসার জবাব দিতে শুরু ডিজিটাল যোদ্ধা

প্রতিবেদন : এবার ডিজিটাল আন্দোলনের পথে তৃণমূল কংগ্রেস। যার ডাক দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লঞ্চ করলেন 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' ক্যাম্পেইন। ২০২৬-এর আগে বাংলা-বিরোধী বিজেপিকে জবাব দিতে তরুণ-তরুণীদের আহ্বান জানালেন ডিজিটাল যোদ্ধা হিসেবে মাঠে নামতে। লঞ্চের মুহূর্ত থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলে দিয়েছে এই নয়া ডিজিটাল প্রচার। নিজের ফেসবুকে এই বিষয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলা আজ বহিরাগত বাংলা-বিরোধী জমিদারদের হাতে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও কালিমালিপ্ত— যারা মিথ্যা ও অপপ্রচারকে হাতিয়ার করে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, বিশেষ করে এই মুহূর্তে যখন এই লড়াই ডিজিটাল দুনিয়ায় প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এখন আমাদের দায়িত্ব হল বাংলার অধিকার, মর্যাদা ও সত্য রক্ষার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে সামনে এগিয়ে আসা। তাই আমি শুরু করছি 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা'— একটি জনশক্তিনির্ভর, তরুণদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ডিজিটাল আন্দোলন। যার লক্ষ্য বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-পরিচয়কে রক্ষা করা, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা এবং বাংলার গর্ব ও অগ্রগতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া— ভারতের প্রতিটি প্রান্তে এবং সমগ্র বিশ্বে। যে-সকল তরুণ-তরুণী বাংলাকে অপমানিত হতে দিতে চান না, তাঁদের উদ্দেশে আমার আহ্বান— এটাই আপনাদের সময়। ডিজিটাল যোদ্ধা হিসেবে যোগ দিয়ে বাংলাকে আরও শক্তিশালী করুন। লিঙ্কে (https://ABDigitalJoddha.com) গিয়ে রেজিস্টার করুন এবং একসাথে দেখিয়ে দিন বিশ্বকে— যখন বাংলার মানুষ একত্রে গর্জন করে, তখন কী অসাধ্য সাধন করা যায়!

এক নজরে

- জনশক্তি নির্ভর তরুণদের নেতৃত্বে আন্দোলন
- লক্ষ্য বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিচয়কে রক্ষা করা
- আগামী দেড় মাস ধরে চলবে রেজিস্ট্রেশন
- যাঁরা যুক্ত হবেন তাঁদের দেওয়া হবে ট্রেনিং
- বাছাই করে প্রায় ১৫ হাজার যোদ্ধা নিয়ে সভা
- রেজিস্ট্রেশন করতে এই লিঙ্কে যান https://ABDigitalJoddha.com

দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দিরে আরতি মুখ্যমন্ত্রীর

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

লজ্জা

সময় কখনো থেমে থাকে না
সময়ের দাম অনেক।
সময় বাছছো,
ভয় দেখাচ্ছ
এটাই তোমাদের লক্ষ্য,
দাম্ভিকতা, অত্যাচারে
তোমরা পটু, দক্ষ।
আট ঘণ্টার বদলে
আগামী আট বছর
নিজেরা কোথায় থাকবে!
ভেবে দেখো প্রত্যুত্তর পাবে
লজ্জায় তোমরা মুখ ঢাকবে।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির

স্থাপিত হবেন দীর্ঘতম মহাদেব ■ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : সব থেকে বড় শিবঠাকুর প্রতিষ্ঠিত করে শিলিগুড়িতে তৈরি হবে মহাকাল মন্দির। দার্জিলিংয়ে রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈলশহরের এই মহাকাল মন্দিরে যাতে বিশেষভাবে সক্ষম এবং প্রবীণ-প্রবীণারা সহজেই যেতে পারেন তার জন্য ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবস্থাও করলেন তিনি।

পুজোর পর উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয় খতিয়ে দেখতে দ্বিতীয়বার শৈলশহরে সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়ে দুর্গতদের পাশে থাকার পাশাপাশি তাঁদের সাহায্যে একাধিক ঘোষণা করেছেন তিনি। এদিন মঞ্চে অরূপ বিশ্বাস-সহ অন্যদের সঙ্গে নিয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে জনসংযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে। এরপরেই শৈলশহরের মহাকাল মন্দিরে পুজো দেন তিনি।

পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই মন্দিরে অনেক বয়স্ক ও বিশেষভাবে সক্ষমরা আসেন। তাঁদের পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। তার জন্য আমি বলেছি, জেলা প্রশাসন জিটিএ-র তরফে ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবস্থা করা হবে। এ-ছাড়াও আমার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। (এরপর ১২ পাতায়)

দেবেন নিয়োগপত্র, সঙ্গে পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : আজ, শুক্রবার বিকেলে কালীপুজো উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরপর উদ্বোধন। তালিকায় রয়েছে, গিরিশপার্ক ফাইভ স্টার স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো, জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো সমিতি, শেক্সপিয়র সরণির পুজো এবং হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটে ভেনাস ক্লাবের পুজো। পাশাপাশি শেক্সপিয়র সরণির পুজোমণ্ডপ থেকে নিয়োগপত্র তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রবল দুর্যোগে মৃত্যু হয় শহর ও শহরতলির ১২ জনের। পরিবারের হাতে নিয়োগপত্র দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

এসআইআর চক্রান্ত করলেও আগের চেয়ে বেশি আসনে জিতব : অভিষেক

সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অভিষেক। বৃহস্পতিবার। সম্পন্ন।

প্রতিবেদন : এসআইআরের মাধ্যমে যতই চক্রান্ত করুক বিজেপি, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে গতবারের তুলনায় একটা হলেও বেশি আসনে জিতবে তৃণমূল কংগ্রেস। এই আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি মনে করেন, চক্রান্ত করে বিজেপি যদিও বা নাম (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
17 October, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৭৭৪ ও ১৮৯০ লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০) জন্মদিন ও মৃত্যুদিন। ধর্ম বিষয়ে উদার সাধক লালন জন্মগতভাবে হিন্দু না মুসলমান তা নিয়ে বিতর্ক আছে। তিনি গেয়েছেন, ‘সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে/ লালন ভাবে জাতের কী রূপ দেখলাম না এই নজরে।’ তিনি সহজ সরল কবিত্বময় গানের মাধ্যমে জীবনের আদর্শ, মানবতাবাদ ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও নানা রচনার মধ্যে দিয়ে লালন ও তাঁর গানের মর্মবাণী প্রচার করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী কোনও বাউল গানের নিদর্শন সংকলিত হয়নি। সঙ্গের ছবিটি রবীন্দ্রনাথের দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা। এটিই লালনের জীবদ্দশায় আঁকা একমাত্র ছবি।

১৯৫৫ স্মিতা পাটিল (১৯৫৫-১৯৮৬) এদিন পুণেতে জন্ম নেন। হিন্দি-বাংলা-মারাঠি সমান্তরাল সিনেমার অভিনয়ের পাশাপাশি বাণিজ্যিক হিন্দি ছবিতে স্বকীয় ভঙ্গিতে অমলিন। দূরদর্শনের সংবাদপাঠিকা হিসেবে কেরিয়ার শুরু। থিয়েটারে কাজের সময় ডাক আসে বড় পর্দার। এর পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক ছবিতে তখন নিজেকে মেলে ধরতে থাকেন স্মিতা। ‘মন্থন’, ‘ভূমিকা’, ‘আক্রোশ’, ‘চক্র’, মির্চ মশালা’, ‘বাজার’, ‘আকালের সন্ধানে’, ‘মান্ডি’, ‘অর্ধসত্য’-র মতো সমান্তরাল সিনেমা ছাড়াও ‘অর্থ’, ‘শক্তি’, ‘নমক হালাল’, ‘আজ কা আওয়াজ’— সবেতেই দাপুটে অভিনয় ছিল তাঁর। খ্যাতির মধ্যগগনে থাকাকালীনই মাত্র ৩১ বছর বয়সে চলে যান স্মিতা পাটিল।

১৯৭৯ মাদার টেরিজা মাদার টেরিজা এদিন নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। মানুষের হাসিই ছিল তাঁর আনন্দ, কল্যাণ ছিল তাঁর ব্রত; বিশ্বশান্তির পায়রা বলে অভিহিত করা হত তাঁকে। নোবেল বক্তৃতায় মাদার বলেন, “আমি চাই আপনারা দরিদ্রদের খুঁজে বের করবেন, সেটি শুরু হোক নিজের বাড়ি থেকেই। সেখান থেকেই ভালবাসার শুরু হোক। নিজের লোকদের জন্য ভাল খবর হয়ে উঠুন। নিজের বাড়ির পাশের প্রতিবেশীদের খোঁজ রাখুন।”

১৮১৭ সৈয়দ আহমেদ খান (১৮১৭-১৮৯৮) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। এই স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। ১৮৭৬ সালে মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিতি লাভ করে। তাঁর চিন্তাধারা ও কাজকর্ম ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে একটি নতুন চেতনার জন্ম দেয়। এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত এই মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাই পরবর্তীতে আলিগড় আন্দোলনের সূচনা করেন যার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় রাজনীতিতে মুসলিমদের অধিকার নিশ্চিত করা।

১৯৩৭ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯-১৯৩৭) এদিন প্রয়াত হন। বাবা রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ, মা নীপময়ী দেবী। সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তির জন্য ‘তত্ত্বনিধি’ উপাধি পান। ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৫৪ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৯১-১৯৫৪) এদিন মারা যান। সারদা দেবীর কাছে দীক্ষিত সত্যেন্দ্রনাথ স্বামী সারদানন্দের ইচ্ছায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবনচরিত রচনা করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত ‘নারায়ণ’ পত্রিকার মাধ্যমে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২৬ থেকে ১৯৪১-এর ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এরপর ‘স্বরাজ’, ‘অরণি’, ‘সত্যযুগ’ প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ‘নন্দীভৃঙ্গী’ ছদ্মনামে শ্লেষাত্মক ও ব্যঙ্গরসে পূর্ণ রচনা লিখতেন।

১৬ অক্টোবর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৮০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৮৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২২১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৭৫৫৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৭৫৬৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.০১	৮৭.৩২
ইউরো	১০৪.১৯	১০১.৮৬
পাউন্ড	১১৯.৮৯	১১৭.২২

নজরকাড়া ইনস্টা

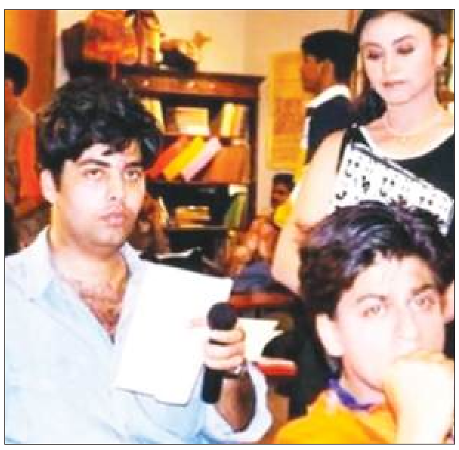

■ করণ জোহার, ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’-এর সেটে

■ অপরাজিতা আঢ্য

পার্টির কর্মসূচি

■ নন্দীগ্রামে বিজয়া সম্মিলনীর সভা শেষে জনসংযোগে তৃণমূল মুখপাত্র সুদীপ রাহা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫২৮

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি মাছ ধরবার খাঁচাবিশেষ ৪. জীবনকাহিনি ৬. রান্না, পাক ৭. লাজুক লাজুক ভাব ৯. ধমনি ১২. অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক ১৩. লোকনিন্দা, অখ্যাতি ১৪. বলবৎ।

উপর-নিচ : ১. অবিশ্রাম কেবল পরের ভার বহন করে যার জীবন কাটে ২. প্রলয়— নাচলে যখন ৩. স্ফটিক ৫. প্রতিষ্ঠাতা, স্থাপক ৮. শিব ১০. মস্তিষ্ক, মাথার খুলি ১১. তাঁবু ১২. শিষ্টাচার, ভদ্রতা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫২৭ : পাশাপাশি : ১. বড়োমুখ ৩. অশুচি ৫. গিরি ৭. কলহ ৮. তদেক ১০. জটলা ১২. উপোস ১৪. শম ১৭. একগা ১৮. ভবধব। **উপর-নিচ :** ১. বন্দেগি ২. খন্দক ৩. অনাহত ৪. চিজ ৬. রিকেট ৯. দেবেশ ১১. লাউডগা ১৩. সন্নিভ ১৫. মকুব ১৬. ডিএ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

17 October, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৭ অক্টোবর ২০২৫
শুক্রবার

মহাকাল মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রী ● দার্জিলিংয়ের রাস্তায় জনসংযোগ

জায়গা চিহ্নিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কয়েক মাসের মধ্যে উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠবে দ্বিতীয় লামাহাটা

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় ● শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গকে ঢেলে সাজাতে লাগাতার উদ্যোগ নিয়ে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কথা দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের পাহাড়কে মিনি সুইৎজারল্যান্ড করে তুলবেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যঘেরা জায়গায় কখনও কটেজ, কখনও নতুন জায়গার নামকরণ করেছেন। এবার উত্তরবঙ্গ পরিদর্শন শেষে আরও এক নতুন লামাহাটার খোঁজ দিলেন। মিরিক থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে নেমে যান মুখ্যমন্ত্রী। অরূপ বিশ্বাস, উচ্চপদস্থ আধিকারিক, সিএস মনোজ পন্থ ও শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে নিয়ে নতুন জায়গা চিহ্নিত করেন। এটি সুখিয়াপোখরি থেকে পশুপতি যাওয়ার পথে পড়বে। একদিকে পাইনবন, অন্যদিকে চা-বাগান। চা-বাগানের মাঝেই মাথা উঁচু করে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুমন্ত বুদ্ধ। সেই জায়গাটিকেই বেছে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের মোবাইল থেকে তুলে রাখলেন অনেক ছবিও। মঙ্গলবার এলাকাটি দেখে আসার পর জেলাশাসককে যাবতীয় নির্দেশ দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘সুখিয়া থেকে মিরিক যাওয়ার পথে নতুন একটি পর্যটনক্ষেত্র হবে ঠিক লামাহাটার মতোই। আমি দেখে এসেছি। লোকে শুটিং করতে আসবে। নতুন পর্যটনক্ষেত্র এক বছরের মধ্যে হবে। এখানে থাকবে হোম স্টে।’’ কয়েক মাসের মধ্যেই উত্তরবঙ্গে গড়ে উঠবে আরও একটি নতুন জায়গা যা পর্যটকদের কাছে আরও একটি আকর্ষণকেন্দ্র হয়ে উঠবে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

17 October, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলার যোদ্ধা

এবার ডিজিটাল বিপ্লব তৃণমূল কংগ্রেসের। যার নেপথ্যে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপির কুৎসা, বঞ্চনা এবং বাংলাবিরোধী অবস্থানের জবাব দিতে তরুণ প্রজন্মকে আহ্বান জানালেন ডিজিটাল যোদ্ধা হিসেবে মাঠে নামতে। লক্ষ্য, বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিচয়কে রক্ষা করা। যারা বাংলাকে নিয়ে ছেলেখেলা করছে, যে জমিদারদের হাতে বাংলার মানুষ অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং কালিমালিপ্ত হচ্ছেন তাদেরকে সর্বস্তরে জবাব দেওয়ার জন্যই ডিজিটাল যোদ্ধা। আগামী দেড় মাস ধরে রেজিস্ট্রেশন চলবে। তারপর ট্রেনিং। এবং সবশেষে যোদ্ধাদের নিয়ে সভা করবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিঃসন্দেহে এই পদক্ষেপ বাংলা এবং দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে একেবারেই নতুন এবং অভিনব। বাস্তব ঘটনা হল, বিজেপি কেন্দ্রে এবং বেশ কিছু রাজ্যে ক্ষমতায় থাকার কারণে সর্বগ্রাসী মিথ্যাচারের রাজনীতি চালু করেছে। এই রাজনীতির মাধ্যমে বিরোধী দলগুলি সম্বন্ধে কুৎসা, মিথ্যাচার যেমন একদিকে রটানো হচ্ছে, তেমন মানুষকেও ভুল বোঝানো হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস সেখান থেকেই লড়াইটা পাল্টা ফিরিয়ে দিতে চলেছে বিজেপির কোর্টে। এই ডিজিটাল যোদ্ধারা লড়বেন বাংলার জন্য। বাংলার অস্মিতার জন্য। বাংলার ঐতিহ্যের জন্য। বাংলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য। ডিজিটাল যোদ্ধারা হলেন আসলে বাংলার যোদ্ধা।

মমতা স্পর্শে পাহাড় হাসে

দিবা রাত্রি নিরলস জনসেবায় তিনি। ফটো শুটের জন্য দুর্যোগে ধ্বস্ত পাহাড়ে তিনি যান না। তাঁর যাওয়া মানে আনন্দের ইশারা বয়ে নিয়ে যাওয়া, আশ্বাসের আর আস্থার প্রসৃতি। জননেত্রীর সফর সঙ্গী হিসেবে তাঁর কথা লিখছেন **অশোক মজুমদার**

''আমাদের ডিএফও একটা সাতদিনের হাতির বাচ্চাকে রেসকিউ করেছে। ওর মাকে খুঁজে পায়নি। তাই ওরা একটা নাম দিতে বলছে? কী নাম দেওয়া উচিত?''

''ওতো বেঁচে এসেছে এটাই বড় ব্যাপার। লাকি। সাতদিনের বাচ্চা এইভাবে বেঁচেছে।''

গত ৪ তারিখে উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে দু'দফায় চরকির মতো চষে বেড়াচ্ছেন উত্তরবঙ্গের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত। পায়ের আর নির্দেশের বিরাম নেই একটুও। এরই মাঝে জিটিএ-র সঙ্গে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিংয়ে ডিএফও সাহেবের আবদারে তাৎক্ষণিক নামকরণ করলেন ছোট্ট সাতদিনের একটি হাতির, যে তার মাকে হারিয়েছে এই ভয়াল বন্যায়। সেইসাথে ডিএফও (কার্শিয়াং) সাহেবের এই কাজের জন্য পুরস্কৃত করার কথাও বলতে ভোলেননি।

হ্যাঁ, ইনিই আমাদের দিদি, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁর সকাল থেকে রাত অবধি সব কর্মকাণ্ডকে বিরোধী রাজনৈতিক মতামত রাখা-রা নাটক বলে অভিহিত করে। কিন্তু উনি শুধুই কাজ করে চলেন...নিরলস নিরন্তর।

পাহাড়ের বিপর্যয়ের খবরে প্রথমেই দু'দিনের জন্য তড়িঘড়ি উত্তরবঙ্গ এসে ক্ষয়ক্ষতির খবর নিয়ে কলকাতা ফিরলেও ফের ১২ তারিখ থেকে টানা রয়েছেন। আর ওনার থাকা মানে তো শুধু নির্দেশ দিয়েই কাজ শেষ নয়। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কার্শিয়াং, মিরিক হয়ে এখন দার্জিলিংয়ে আছেন। ১৭ তারিখ শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতা ফিরেই রয়েছে কালীপুজোর উদ্বোধন।

একটা সত্তরোর্ধ্ব মানুষের অমানুষিক পরিশ্রমের সঙ্গেই ওনার বিরোধীরা পেরে উঠতে পারেন না তাই গোঁসা করে এগুলোকে নাটক বলে অভিহিত করেন। আচ্ছা, সমালোচকরা কখনও ভেবেছেন, সেই যে মহালয়ার দু'দিন আগে কলকাতায় মণ্ডপে মণ্ডপে একশোরও বেশি ও সেইসঙ্গে ভার্চুয়ালি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে টানা বসে কয়েক হাজার জেলার পুজো উদ্বোধন দিয়ে শুরু হয়েছে ওনার ছুটোছুটি... এর মাঝে অতিবৃষ্টির ফলে অবরুদ্ধ কলকাতাকে সচল করার প্রশাসনিক দায়িত্ব আর পুজো মিটতেই উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়। যার ভয়াবহতা উপলব্ধি করে এক সপ্তাহের মধ্যে দু'বার উত্তরবঙ্গ এলেন। দ্বিতীয় দফার চূড়ান্ত ব্যস্ততা যা এখনও চলছে। আপনারাও একটু চেষ্টা করলেই তো পারেন। ভোটের রাজনীতি কিংবা নাটকই নাহয় একটু করলেন।

এই যে বন্যায় উত্তরবঙ্গের এক-একটি জায়গায় মানুষ শুধু পরনের কাপড়টুকু ছাড়া টাকাপয়সা, প্রয়োজনীয় কাগজ পর্যন্ত সবকিছু হারিয়েছে। মুহূর্তে মাথার উপর থেকে বেঁচে থাকার সব উপকরণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণাটা উনি বুঝেছেন বলেই আজ ছ'দিন ধরে উত্তরবঙ্গে পড়ে থেকে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, ব্রিজ, রিলিফ ক্যাম্প, রিলিফের ব্যবস্থা-সহ দুর্যোগ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কি না দেখতে একটার পর একটা জায়গা ভিজিট করছেন।

কোথায় নাগরাকাটা যেখানে ব্রিজ ভেঙে গাড়ি যাচ্ছে না। যাহোক করে চলাচল করার মতো প্রশাসনের তড়িঘড়ি বানানো লোহার ব্রিজ দিয়েই ওপারে গিয়ে কথা বলছেন বাসিন্দাদের সঙ্গে। আশ্বাস দিচ্ছেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। সেখান থেকে আলিপুরদুয়ারের রিলিফ ক্যাম্প দেখেই জলপাইগুড়ি। রাতটুকু কাটতেই সকালে মিরিকে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, বাসিন্দাদের কথা বলতে পাহাড়ি উঁচুনিচু পাথুরে পথ ধরে ধরে বাড়ির সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করছেন তাঁদের অসুবিধা। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে, ''আমি আপনাদের পাশে আছি।'' এরমধ্যেই টুক করে সেরে নিচ্ছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে মিটিং।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা যারা থাকি তারা সবাই জানি, রাস্তায় নামলে ওনার নির্দিষ্ট শিডিউল বলে কিছু থাকে না। চোখের পলক ফেলতে উনি গাড়ি থেকে নেমে হাঁটা লাগান মানুষের সঙ্গে কথা বলতে... তাল রাখতে প্রশাসনের লোকজন, পুলিশ, আমলা-সহ আমাদের দম বেরিয়ে যায়। হাত-পা চলে না। মনে হয় একটু বসি। ওনার ক্লান্তিহীন হাঁটার কাছে আমাদের সবসময় দৌড়ানো অবস্থা হয়।

আমি আজও অবাক বিস্ময়ে ভাবি বিগত চল্লিশ বছর ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই একইরকম থেকে গেলেন। মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর সেই চূড়ান্ত পর্যায়ের ডেডিকেশনের আজও বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। এই বয়সে এসেও যেন রক্ত নিংড়ে নিজেকে পারলে উজাড় করে দেন মানুষগুলো যাতে ভাল থাকে।

আপনারা এই বিরামহীন কাজকে কথায় কথায় বলেন নাটক। তা উনি যদি নাটক করেন, আসুন না আপনারাও সেটা একটু করুন। আপনারাও দিন-রাত এক করে পড়ে থাকুন। কেউ তো বারণ করেনি। আপনারা আজ নতুন তো জানছেন না যে, উনি বরাবরই এরকম। বিরোধী নেত্রী থেকে আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েও যাঁর পাহাড় থেকে জঙ্গল, নদী সর্বত্র পদচারণায় শুধু মানুষের খোঁজ খবর রাখাতেই নিবদ্ধ। সেই কাজ, আপনাদের কথায় নাটকগুলো তো বহুল প্রচলিত, চল্লিশ বছরের উপর ধরেই মঞ্চস্থ হচ্ছে। এতদিনে আপনাদের তো নাটকের প্রতিটি কথা মুখস্থ হয়ে যাওয়া উচিত, তাই না?

আমরা অনেকসময় দেখি, কেউ পাঁচটা কম্বল বিতরণ করছে, সেটাও ছবি তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানায়। এতে অনেকেই দেখি কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান যে এত লোক দেখানোর কী আছে? কিন্তু এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে ছবি তুললেও পাঁচটা লোকের তো উপকার হল। আপনারা তো সেটাও করেন না! আপনাদের দৌড় ওই স্নো পাউডার মেখে চ্যানেলের ঠান্ডা ঘরে বসে চিল চিৎকার করে বুকের হাহাকার মেটানো অবধিই... তার বেশি ভাবতেও পারবেন না। করা তো দূরের ব্যাপার। মানসিক ও শারীরিক অলসতায় আর যাই হোক, অসহায় সাধারণ মানুষের জীবনের আশা ভরসা হওয়া যায় না।

আমি জানি, আমাকে তথাকথিত সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা কয়েকটি বিশেষ ভূষণে অভিহিত করেন। তাতে আমার কেশাগ্রও বাঁকে না। কিন্তু আপনারা বলুন তো, পারবেন এইভাবে মানুষের বিপদের দিনে খুঁটিনাটি সবটুকু দাঁড়িয়ে থেকে খেয়াল রাখতে?

আমার বিরোধীদের থেকেও বেশি মজা লাগে, আমাদের সংবিধানের চতুর্থ স্তম্ভের বাঁদর নাচ দেখে। ঘণ্টাখানেক মিডিয়াকুল তাঁর কথার খুঁত ধরেই দু'দিন পড়ে রইল। ব্যাপারখানা এমন যেন ওনাদের বাড়ির মা-ঠাকুমারা সদাই ব্যাকরণ মেনে কথা বলেন। তাই একজন মুখ্যমন্ত্রী কী করে এরকম বলতে পারেন, এই অপরাধে ওনাকে ফাঁসি-টাসি দেওয়ার সুযোগ থাকলে এরা বোধহয় তাই দিত!

(এরপর ১০ পাতায়)

e-mail থেকে চিঠি

বাংলা শুধু বঞ্চিত নয় তঞ্চকতার শিকারও বটে

আমাদের দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিচালিত। সামাজিক প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সরকারগুলি বহুলাংশেই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। যদিও কেন্দ্রীয় টাকার উৎস রাজ্যগুলিই। কেন্দ্র কোনওভাবেই একটি স্বনির্ভর সত্তা নয়, রাজ্যগুলি থেকে সংগৃহীত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করগুলিই তারা প্রথমে কুক্ষিত করে। অতঃপর তা বণ্টিত হয় সাংবিধানিনির্দিষ্ট নিয়মে। এটি অবশ্যমান্য নিয়ম হলেও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিধানের প্রতি মোদি সরকারের শ্রদ্ধা তেমন নেই। বিশেষ করে 'সিঙ্গল ইঞ্জিন' বা অবিজেপি রাজ্য সরকার হলে তো কথাই নেই। সেই সরকারগুলির সঙ্গে পরিকল্পিতভাবেই বঞ্চনা করা হয়। এমন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সবচেয়ে বড় বলি যেসব রাজ্য তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নামটি আসে সর্বাগ্রে। নরেন্দ্র মোদি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পর থেকেই বাংলার সঙ্গে এই অবিচার লাগাতার চলছে। নবান্ন থেকে নিয়মমাফিক দরবার করা হয়। প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় সংসদের ভিতরে-বাইরে। কিন্তু সুরাহা অধরা। তার পুঞ্জিভূত ফলের নাম বঞ্চনার পাহাড়! কেন্দ্রের লালফিতের ফাঁসে আটকে ১ লক্ষ ৭০ হাজার কোটি টাকা। পুরোটাই বাংলার প্রাপ্য। এখনও ১০০ দিনের কাজ-সহ বহু প্রকল্পে টাকা ছাড়ার নামগন্ধ নেই। আবার এই যখন অবস্থা তখনই পালটা চাল দেওয়া হচ্ছে দিল্লির মসনদ থেকে। বলা হচ্ছে, বার্ধক্যভাতার পরিমাণ বাড়াতে হবে। বার্ধক্যভাতা আগামী দিনে দেড় হাজার টাকা করার জন্য চাপ আসছে দিল্লি থেকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ইতিমধ্যেই এই খাতে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে এক হাজার টাকা করে দিচ্ছে। সেই অঙ্কটা বাড়াতে নবান্নের অসুবিধাও নেই। কিন্তু তার জন্য যে কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রেই সাফ মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে মোদির গেরুয়া সরকার। বার্ধক্যভাতা, বিধবাভাতা এবং বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্নদের প্রতিমাসে আর্থিক সহায়তা প্রদানকে ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় উদ্যোগ বলেই দাবি করে দিল্লি। বর্তমানে ৬০-৭৯ বর্ষীয়দের জন্য মাত্র ২০০ টাকা করে পেনশন দেয় কেন্দ্র। আর ৫০০ টাকা দেয় তারা ৮০ ঊর্ধ্বদের জন্য। প্রতিমাসে এই ভাতার সঙ্গে যথাক্রমে ৮০০ ও ৫০০ টাকা জুড়ে মোট হাজার টাকা করে বার্ধক্যভাতা দেয় রাজ্য সরকার। রাজ্যের ২১ লক্ষ প্রবীণ ব্যক্তি এই ভাতা পেয়ে থাকেন। এছাড়া জয় বাংলা প্রকল্পের অধীনে আরও ১ কোটির বেশি প্রবীণ নাগরিককে হাজার টাকা করেই ভাতা দিয়ে থাকে রাজ্য সরকার। সব মিলিয়ে এই খাতে ১২ হাজার কোটি টাকা খরচ হয় রাজ্যের। এখন কেন্দ্র বলছে যে, এক্ষেত্রেও রাজ্যকে নিজের অংশের পরিমাণ বাড়াতে হবে। —**দিব্যেন্দু ঘোষ, বালি, হাওড়া**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

ঋণ পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা। অভিযোগ পেয়ে এক মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। নাম সাহিন খাতুন (৩০)। অভিযুক্তকে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার ঘটনা

বাধ্য হয়ে আদালত অবমাননার মামলা প্রত্যাহারে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ব্যর্থ

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মুখ থুবড়ে পড়ল বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মামলার রায় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আদালত অবমাননামূলক মন্তব্য করেছেন— এই অভিযোগ নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করেছিল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'আত্মদীপ'। আইন অনুযায়ী কোনও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করতে গেলে আগে দেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের অনুমতির প্রয়োজন। এই মামলায় আত্মদীপের আবেদনে কোনও সাড়া দেননি অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি। শেষে বাধ্য হয়েই বৃহস্পতিবার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের বেঞ্চে এই মামলা প্রত্যাহার করার আর্জি জানান। প্রধান বিচারপতি তাঁকে মামলা প্রত্যাহার করার অনুমতি দেন।

উল্লেখ্য, এর আগে যখন মামলাটি দায়ের করে তার মেনশনিং করা হয়েছিল সেই সময়েই মামলার বিষয়বস্তু নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই— আদালতকে রাজনীতির জায়গা বানাবেন না। রাজনীতির লড়াই অন্যত্র করুন, মামলাকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আইনজীবীকে বলেছিলেন প্রধান বিচারপতি নিজেই। তার পরেও এই মামলা প্রত্যাহার না করে চক্রান্ত বহাল রাখা হয়েছিল। শেষে অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়েই বৃহস্পতিবার মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে এই সংস্থা।

বিশ্ব খাদ্যদিবসে মুখ্যমন্ত্রীর পোস্ট সোশ্যাল মিডিয়ায়

তুলে ধরলেন খাদ্যসাথী-সহ বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের সাফল্যের খতিয়ান

প্রতিবেদন : আজ ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্যদিবস। এই দিনটিকে স্মরণ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি বাংলায় তৃণমূল সরকারের দুয়ারে রেশন-সহ একাধিক জনমুখী প্রকল্পগুলির খতিয়ান তুলে ধরে বিশ্ব খাদ্যদিবসে সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি লিখেছেন, সকলকে জানাই বিশ্ব খাদ্যদিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা!

রাজ্যের সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা আমাদের সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যে ২০১১ সালের পর আমরা অনেক যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছি। যেমন—

'খাদ্যসাথী' প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় ৯ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছি আমরা। এর মধ্যে প্রতি মাসে রাজ্যে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ 'দুয়ারে রেশন'-এর মাধ্যমে তাঁদের বাড়ির দোরগোড়ায় বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন। অবশিষ্ট উপভোক্তারা নিজেদের পছন্দমতো রেশন দোকান থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করছেন।

জঙ্গল মহলের মানুষজন, আয়লা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষক পরিবার, টোটো জনজাতি এবং চা-বাগানের শ্রমিক মিলিয়ে প্রায় ৫৪ লক্ষ মানুষকে বিশেষ প্যাকেজে বর্ধিত হারে খাদ্যশস্য প্রদান করা হচ্ছে।

দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ছটপুজো এবং রমজান মাসে ও ইদ উৎসব উপলক্ষে দরিদ্রতম পরিবারগুলিকে চিনি, ময়দা এবং ছোলা (কেবল রমজান মাসে) ভরতুকি মূল্যে প্রদান করা হয়।

এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মা ক্যান্টিনের কথাও উল্লেখ করে লিখেছেন, ''মা' প্রকল্পে গরিব মানুষদের দুপুরের খাবার মাত্র ৫ টাকায় দেওয়া হচ্ছে। ৩৫৬টি 'মা ক্যান্টিন'-এ ৮ কোটি ৫৮ লক্ষ দরিদ্র মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

খাদ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষা বজায় রাখার জন্য রাজ্যের ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার কৃষকবন্ধুর কাছ থেকে চলতি বছরে রেকর্ড পরিমাণ ৫৬ লক্ষ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন ধান রাজ্য সরকার সরাসরি কিনেছে। এর ফলে আমার কৃষকরাও তাঁদের ধানের ন্যায্য মূল্য পেয়েছেন যা সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে।

রাজ্যজুড়ে 'সুফল বাংলা'র ৭৪৫টি আউটলেট থেকে বাংলার মানুষ সব্জি, ফল বাজারদরের থেকে অনেক কমদামে পাচ্ছেন। এখন সুফল বাংলাতে মাছও সুলভে বিক্রি হচ্ছে। মানুষের সুবিধার্থে এই আউটলেট আরও অনেক বাড়ানো হচ্ছে।

সকল মানুষের খাদ্যের অধিকার বজায় রাখার জন্য আমাদের এই সার্বিক প্রচেষ্টা আগামীদিনেও একইভাবে অব্যাহত থাকবে।

জয় বাংলা!''

ছন্দে পাহাড় আসুন ঘুরতে

প্রতিবেদন : ভয় না-পেয়ে পর্যটকরা আবার পাহাড়ে আসুন ঘুরতে। ছন্দে ফিরছে পাহাড়। বৃহস্পতিবার মহাকাল মন্দিরে পুজো দিয়ে পর্যটকদের আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাপুজোর পরেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কাবু হয়ে পড়ে পাহাড়। দ্বিতীয়বার সেখানে সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গতদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাধিক নির্দেশও দিয়েছেন। পর্যটকরা এই বিপর্যয়ের জন্য পাহাড়ে আসাও কমিয়ে দিয়েছেন। তবে রাজ্য সরকারের সহায়তায় ছন্দে ফিরছে পাহাড়। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বন্যার সময়ে প্রশাসন দায়িত্ব নিয়ে অনেক পর্যটককে প্রতিকূল অবস্থা থেকে বের করে এনেছে। প্রায় ১৫০০ পর্যটককে বের করা হয়েছিল। এখনও অনেকেই আসছেন। তিনধারিয়া ও পাঙ্খাবাড়ি দুটি রাস্তাই এখন খোলা। আমি অনুরোধ করব, পর্যটকরা যেন কোনওরকম ভয় না পেয়ে আবার পাহাড়ে আসেন। পর্যটকদের জন্য হিলকার্ট রোড দিয়ে তিনধারিয়া হয়ে সুকনার দিকে নামার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, দীপাবলির মধ্যেই বাকি রাস্তাও যান-চলাচলের উপযুক্ত হয়ে যাবে। পর্যটকদের যাতায়াতে অনেকটাই সুবিধা হবে। মিরিকের দিকে যাওয়ার দুধিয়া সেতুটি ভেঙে যাওয়ায় সেখানে একটি অস্থায়ী বেলি ব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা চলছে।

মাঝগঙ্গায় ডুবল আস্ত গাড়ি

প্রতিবেদন : সাতসকালে আশ্চর্য কাণ্ড নিমতলা ঘাটে! রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ি গড়গড়িয়ে পড়ল সোজা গঙ্গায়। তারপর জলের স্রোতে আস্ত চারচাকা গাড়িটি মাঝগঙ্গায় তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম! গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন ঘাটে শুয়ে থাকা অন্তত ৪ জন। বৃহস্পতিবার সকালে ভূতনাথ মন্দির-সংলগ্ন নিমতলা ঘাটে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। খবর যায় নর্থ পোর্ট থানা ও জোড়াবাগান ট্রাফিক গার্ডে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা ক্রেনের সাহায্যে প্রায় ডুবন্ত গাড়িটিকে জল থেকে তুলে আনেন। জানা গিয়েছে, এদিন সকাল ৬টার আশপাশে মানিকতলার বাসিন্দা অমিত আগরওয়াল মাকে নিয়ে ভূতনাথ মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন।

মন্দির-সংলগ্ন নিমতলা ঘাটের পাশে সাদা চারচাকা গাড়িটিকে পার্ক করেছিলেন তিনি। কিন্তু হঠাৎই গাড়িটি ঘাটের ঢাল ধরে জলের দিকে গড়িয়ে যায়। ঘাটে শুয়ে-থাকা আহতদের উদ্ধার করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত চারজনের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও বাকি তিনজন এখনও চিকিৎসাধীন। তবে কীভাবে চালকহীন ফাঁকা গাড়িটি জলের দিকে গড়িয়ে গেল, তা নিয়ে সংশয় কাটছে না। প্রাথমিক অনুমান, গাড়িতে হ্যান্ডব্রেক দেওয়া ছিল না। সম্ভবত সে-কারণেই ঢাল বেয়ে গাড়িটি সোজা গিয়ে নদীতে পড়ে। গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন গাড়িটি আটকানোর চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি।

শীতের আগেই বৃষ্টির সম্ভাবনা

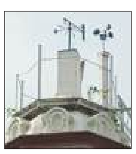

প্রতিবেদন : এবার বঙ্গে প্রবেশ করবে পুবালি হাওয়া। গোটা দেশ থেকেই বর্ষার বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আকাশ থাকবে পরিষ্কার। তবে সপ্তাহান্তে হাওয়া বদলের পূর্বাভাস রয়েছে। কনকনে শীত পড়ার আগে ফের বৃষ্টি হবে। যদিও সোমবার থেকে ফের আকাশ পরিষ্কার হবে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় শনিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় মূলত পরিষ্কার আকাশ থাকবে। তবে দার্জিলিং-সহ পার্বত্য এলাকায় শনি ও রবিবার বৃষ্টি ও বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমবে। গোটা রাজ্য জুড়ে সকালের দিকে কিছু এলাকায় হালকা কুয়াশা এবং রাতের দিকে শিশির পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও তার জন্য তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না।

পার্কিং নিয়ে বচসায় খুন ধৃত ভাই-বোন

প্রতিবেদন : পার্কিং নিয়ে বচসার জেরে ইছাপুরে এলোপাথাড়ি মারধরে প্রাণ হারালেন যুবক। পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ধৃত ভাই-বোন। ঘটনার জেরে নামাতে হয় র‍্যাফ। বৃহস্পতিবার সকালে ইছাপুরের কণ্ঠধার এলাকায় একটি বাড়ির সামনে গাড়ি পার্ক করে কচুরি খাচ্ছিলেন শেখ বাবাই। বাড়ির মালিক সৌভিক রায় ও তাঁর বোন পামেলা রায়ের সঙ্গে সেই গাড়ি রাখা নিয়ে বচসায় গাড়ি ভাঙচুরও করা হয়। বাবাই ডেকে আনেন বন্ধু দিলীপ দাস-সহ দুই বন্ধুকে। এরপর তর্কাতর্কি-বচসা মারধর। মারধরে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন দিলীপ দাস (৪০)। তাঁকে বি এন বসু হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। আসেন পুলিশ কর্তারা, পুর-প্রধান ও কাউন্সিলররা। গ্রেফতার হয় সৌরভ ও পামেলা রায়।

প্রয়াত দিলীপ দাস।

কেন্দ্রের নয়া ফরমানে বিস্ময় সর্বস্তরে

জিএসটি কমেছে, মোদির ছবি তাই ওষুধের দোকানে!

প্রতিবেদন : কেন্দ্রের নয়া ফরমানে বিস্ময় রাজ্যগুলিতে। ওষুধে জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নেমে আসায় দোকানে লাগাতে হবে নাকি প্রধানমন্ত্রীর ছবি দেওয়া পোস্টার-ব্যানার। ড্রাগ কন্ট্রোল বোর্ডের এই ফরমানে ক্ষোভ সর্বত্র। ক্ষুব্ধ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন হেল্থ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক করবী বড়াল স্পষ্ট জানিয়েছেন, অন্যায়ভাবে ওষুধে জিএসটি চাপিয়েছিল কেন্দ্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই সিদ্ধান্তের। তারপরেই জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে অর্থমন্ত্রী ওষুধে জিএসটি কমাতে বাধ্য হন। সাধারণ মানুষ তাতে উপকৃত হয়েছেন। বিজেপি চায়নি জিএসটি কমাতে। চাপে পড়ে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়। আর এখন রাজ্যগুলির বিধানসভা ভোটের মুখে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে লজ্জাজনক প্রচারের পথ নিয়েছে। বাংলা এই তুঘলকি-কাণ্ড মানবে না।

ড্রাগ কন্ট্রোলের সার্কুলারে বলা হয়েছে, প্রতিটি পাইকারি ও খুচরো ওষুধের দোকানে টাঙাতে হবে পোস্টার ব্যানার। সেখানে লেখা থাকবে কিছু ওষুধে জিএসটি ১২% থেকে ৫% করা হয়েছে। ক্যানসারের ওষুধে জিএসটি শূন্য। দাম কমেছে শুকনো খাবার, জিমের যন্ত্রপাতি, মেডিক্যাল ডিভাইস, চশমা, কনট্যাক্ট লেন্স, জুস, ফ্রুট পাল্পের। এই সমস্ত লেখার পাশেই প্রধানমন্ত্রীর ছবি দিতে হবে। এই দৃষ্টিকটু প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন চিকিৎসক-সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা। রাজ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজার পাইকারি ও খুচরো ওষুধের দোকান রয়েছে। ফরমান হয়েছে, ১০০ দিন ধরে এই সমস্ত ব্যানার এবং পোস্টার লাগাতে হবে। অর্থাৎ সরকারি টাকায় বিজেপির প্রচার। মেডিক্যাল সেলস্ রিপ্রেজেন্টেটিভস্ ইউনিয়নের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পার্থ রক্ষিত বলেন, ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি জানিয়েছে, এখন ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির জন্য আর তাঁদের অনুমতি নিতে হবে না। সেক্ষেত্রে জিএসটি কমার সুবিধাটুকু হারাবেন সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ যেমন করে হোক সাধারণের ঘাড়ে চেপে মুনাফা অর্জনই যে বিজেপির লক্ষ্য, তা পরিষ্কার।

রাজ্য
17 October, 2025 • Friday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দাম্পত্য কলহের জেরে শ্বাসরোধ করে স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ স্বামীর। মৃতের নাম তাজলিমা বিবি (২০)। ডায়মন্ড হারবার থানার নেতড়া দক্ষিণ শেওড়দা বাঁকিরমোড় গ্রামের ঘটনা। গ্রেফতার অভিযুক্ত স্বামী

পারফরম্যান্সই শেষ কথা জানিয়ে দিলেন অভিষেক

প্রতিবেদন : পারফরম্যান্সই শেষ কথা। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদলে পারফরম্যান্সকেই গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় রদবদল করা হয়েছে। আগামী দিনেও এই পলিসি বজায় থাকবে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রেও বিধায়কদের জন্য পারফরম্যান্সই হবে শেষ কথা। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্পষ্ট বক্তব্য, যে বিধায়ক গত পাঁচ বছরে সেভাবে কোনও কাজ করেনি, মানুষের কাছে যায়নি, তাঁদের অভাব-অভিযোগ শোনেননি তাদের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পারফরম্যান্সই শেষ কথা। যে যেখানে পারফর্ম করেছে তাকে দল সরায়নি। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে বিজয়া সম্মিলনীকে কেন্দ্রে করে একান্ত আলাপচারিতার ফাঁকে জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, কাজ না করে শুধুমাত্র দাদার ছত্রছায়ায় টিকে থাকা যাবে না। অভিষেক বলেন, আপনার বুথে দল টানা হারবে আর আপনি কৌশলে পদে থেকে যাবেন তা হবে না। একথা আমি আগেই বলেছিলাম। এখন নিশ্চয়ই সকলে তা দেখতে পাচ্ছে। অভিজ্ঞতার সঙ্গে তারুণ্যকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সংগঠনে পরিবর্তন পরিমার্জনের ক্ষেত্রে ৪০ এবং ৩২ বছর বয়সকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া নন্দীগ্রামের তালিকা এখনও ছাড়া হয়নি। আরও তলিয়ে দেখা হচ্ছে।

বড় পদক্ষেপ পূর্ত দফতরের

প্রতিবেদন : এবার থেকে শুধু রাস্তা তৈরি নয়, সারফেসিং বা উপরের স্তরের কাজের পরও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে তিন বছর পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায় নিতে হবে। এতদিন এই 'ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড' (ডিএলপি) ছিল মাত্র এক বছর। রাস্তার গুণমান ও স্থায়িত্ব বাড়াতে রাজ্যের পূর্ত দফতর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের মতে, এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য রাস্তার গুণমান উন্নত করা এবং দীর্ঘমেয়াদে তা ভালো রাখা। পূর্ত দফতরের এক পদস্থ আধিকারিক বলেন, রাস্তার মান রক্ষা করতে এই নিয়ম কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে, কোনও ব্যতিক্রম চলবে না। নতুন নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাস্তার সারফেসিং স্তর অন্তত ৪০ মিলিমিটার পুরু হতে হবে।

নভেম্বরের প্রথমে তৃণমূলের এসআইআর-বিরোধী সভা

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সভা করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। শহিদ মিনার ময়দানে এই সভা হবে। চেষ্টা হচ্ছে ২ নভেম্বর সভা করার। তা সম্ভব না হলে ১১ কিংবা ১২ নভেম্বর এই সভা হতে পারে। মূল বক্তা হিসেবে থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। থাকতে পারেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। উৎসব-মরশুম শেষে এসআইআর আন্দোলন তুঙ্গে নিয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের স্পষ্ট কথা, একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিলে আন্দোলনে উত্তাল হবে বাংলা।

চেয়ারম্যানদের রদবদলের তালিকা প্রকাশ শীঘ্রই

প্রতিবেদন : আগামী ২০-২৫ দিনের মধ্যে রাজ্য জুড়ে পুরসভার চেয়ারম্যানদের রদবদলের তালিকা প্রকাশ করবে দল। বৃহস্পতিবার নিজেই একথা জানিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর আগে থেকেই দলের সাংগঠনিক রদবদলের তালিকা প্রকাশ হচ্ছে। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই তা করা হচ্ছে। পুরসভাগুলির ক্ষেত্রেও চেয়ারম্যানদের কার্যকারিতা- পুরসভার পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে এই রদবদল হবে।

কালীপুজো বাড়তি ৫১ অস্থায়ী ফায়ার স্টেশন

প্রতিবেদন : সামনেই কালীপুজো। আর কালীপুজোয় পুলিশের মতোই বিশেষ সতর্ক থাকতে হয় দমকলকে। তাই চূড়ান্ত পর্বের প্রস্তুতি নিয়ে বৃহস্পতিবার নিউটাউনে অগ্নিনির্বাপণ দফতরে প্রায় সব জেলার আধিকারিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। কালীপুজোর বৈঠকে পাশাপাশি ছটপুজো এবং জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনগুলিতেও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং সুরক্ষা সংক্রান্ত একাধিক বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যে ১৬৬টি ফায়ার স্টেশন রয়েছে। কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী ও ছটপুজো উপলক্ষে আরও ৫১টি অস্থায়ী দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। একইসঙ্গে কলকাতা, চন্দননগর, বারাসত, কৃষ্ণনগর, নৈহাটির পাশাপাশি যেসব জায়গায় বাজি বাজার রয়েছে, সেইসব জায়গায় এই অস্থায়ী স্টেশনগুলি গড়ে তোলা হবে বলেও জানিয়েছেন সুজিত বসু। সোমবার কালীপুজো। তাই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে কালীপুজোর আগের দিন অর্থাৎ রবিবার থেকেই ময়দানে নেমে পড়ছে দমকল। মন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৯ তারিখ থেকেই দমকলের

সাংবাদিক বৈঠকে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

লোকেরা রাস্তায় থাকবেন। আবার কালীপুজো মিটলেই ছটপুজো। তখনও ঘাটে ঘাটে নজরদারি চলবে বলে জানিয়েছেন সুজিত বসু। তাঁর কথায়, ছটপুজোয় যে সমস্ত ক্যাম্প তৈরি করা হয়, সেগুলিতেও বাড়তি নজরদারি চলবে। এছাড়াও চন্দননগরে চারদিন ধরে জগদ্ধাত্রী পুজো চলে। যা দুর্গাপুজো থেকে কোনও অংশে কম নয়। সেকথা মাথায় রেখে চন্দননগরেও বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জেলার পাশাপাশি কলকাতাতেও যাতে পুজোর দিনগুলিতে মানুষের কোনও সমস্যা না হয়, সেদিকে দমকলের বিশেষ নজর থাকবে বলে জানিয়েছেন দমকলমন্ত্রী।

বাজি, রাজ্যেই আস্থা কোর্টের

প্রতিবেদন : ফের রাজ্যের উপর আস্থা আদালতের। কালীপুজো, দীপাবলি ও ছটপুজোয় নিষিদ্ধ বাজির বিক্রি ও ব্যবহার রুখতে রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও রাজ্য পুলিশের উপরেই আস্থা রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। গত ২২ সেপ্টেম্বর নিষিদ্ধ বাজি রুখতে মুখ্যসচিবের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই নিয়ে দায়ের হওয়া একটি জনস্বার্থ মামলায় বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে পুজোর অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ও বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, গাইডলাইন অনুযায়ী পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজি বিক্রি হচ্ছে কি না, তা দেখবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। পুলিশ সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবে। তিন সপ্তাহের মধ্যে নির্দেশ কার্যকর করে আদালতে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন রাজ্যের তরফে জানান হয়, নিষিদ্ধ বাজি রুখতে সবরকম পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য। ৯৩টি বাজি প্রস্তুতকারী সংস্থা ও ৮৫২টি বাজি বিক্রেতা লাইসেন্সের আবেদন করেছে।

দলনেত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে শোভন

প্রতিবেদন : পাহাড়ে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। দীর্ঘদিন ধরেই দলে ফেরা নিয়ে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলছেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। কয়েকদিন আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন শোভন। অভিষেক এদিন একান্ত আলাপচারিতায় জানিয়েছেন, শোভন চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন। কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বাকি সিদ্ধান্ত দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেবেন।

কেষ্টপুর খালে গাপ্পি মাছ ছাড়ছেন বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী। সঙ্গে ছিলেন বাণীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণিমা নস্কর।

বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়া সম্মিলনীতে তৃণমূল রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মেয়র-মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ মালা রায়-সহ অন্যরা।

আমতায় বিধায়ক নির্মল মাজির উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, মন্ত্রী পুলক রায়, সাংসদ সাজদা আহমেদ-সহ অন্যরা।

মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে ৫৬ নং ওয়ার্ডে বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, কাউন্সিলর জীবন সাহা, সবিতারানি দাস প্রমুখ।

বনগাঁ গোপালনগরে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। উপস্থিত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস-সহ নেতৃবৃন্দ।

বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন বিধাননগরের মেয়র পারিষদ দেবরাজ চক্রবর্তী, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্র (বাদল), সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিধায়ক, ব্লক সভাপতি ও দলীয় নেতৃত্ব।

সাড়ে পাঁচ বছরের পুরোনো বোমা মামলায় এনআইএ-র জালে মালদহের মানিকচক ব্লকের ভূতনি জগন্নাথটোলার বাসিন্দা সিটুন মণ্ডল ওরফে সিটু

মালদহে বিজয়া সম্মিলনীতে ইউসুফ পাঠান

জনকল্যাণমুখী কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে মুখ্যমন্ত্রীই বাংলার ভরসা

■ ইউসুফ পাঠানকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন আবদুর রহিম বক্সি। ডানদিকে, বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে বিপুল কর্মী-সমর্থকদের জমায়েত। বৃহস্পতিবার।

সংবাদদাতা, মালদহ : রাজ্যে এসআইআর বিরোধী আন্দোলনে তৃণমূলের অবস্থানকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানালেন বহরমপুরের সাংসদ ও প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান। বৃহস্পতিবার মালদহের ইংরেজবাজারের জহরতলা এলাকায় দলের বিজয়া সম্মিলনী ও শারদ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে এসে বললেন, জনকল্যাণমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবারও ক্ষমতায় আনতেই হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউসুফ পাঠান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন, জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, মালতীপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি প্রমুখ। পাঠান বলেন, তৃণমূল মানুষের জন্য কাজ করছে, উন্নয়নের পথ দেখাচ্ছে। আমি নিজে তৃণমূলের সঙ্গে থেকে সেই উন্নয়নের অংশ হতে পেরে গর্বিত। পাশাপাশি তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে চালু হওয়া 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা' অ্যাপ ডাউনলোডের আহ্বান জানান। প্রাক্তন ক্রিকেটারকে দেখতে মালতিপুর ও ইংরেজবাজারের সভাস্থলে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। কেউ সেলফি তুলতে, কেউ আবার তাঁর ক্রিকেট ব্যাটে সই নিতে ছুটে আসেন। ইউসুফের আগমনেই যেন উৎসবমুখর হয়ে ওঠে মালদহের রাজনীতি।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দুর্গতদের ত্রাণ বিলি করলেন গৌতমরা

■ ত্রাণ বিলি করছেন গৌতম দেব।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ বিলি হল কোচবিহারের শীতলকুচি বিধানসভা এলাকায়। বৃহস্পতিবার ওই ত্রাণবিলিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরিন বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মন প্রমুখ। গ্রামের ছাত্রছাত্রীদের পড়ার বই ভেসে গিয়েছে বন্যায়। কিছু ছাত্রছাত্রী তাদের পড়ার নতুন বই কিনে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন এদিন। তাদের সব বই কিনে দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মাথাভাঙার কেদারহাট অঞ্চলের বন্যাকবলিত এলাকায় জেলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে ত্রাণসামগ্রী বিলি করা হয়। গৌতম জানান, রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রী দুর্গতদের পাশে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রিভিউ মিটিং করেছেন। রাস্তা, বাড়ি সহ ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত বিষয়ে ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। উদয়ন বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে দলের পক্ষ থেকে ৩০০ পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, আমরা সবাই মিলে এসেছি। সবার পাশে মুখ্যমন্ত্রী আছেন। অভিজিৎ বলেন, নিখোঁজদের দেহ উদ্ধারের পরে তাঁদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

গদ্দারের ত্রাণ প্রত্যাখ্যান

■ ত্রাণ ফিরিয়ে দিচ্ছেন এলাকার মানুষ।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বৃষ্টি, ধস, হরপা বান— সব মিলিয়ে প্রবল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরবঙ্গ। দুর্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী দু দফায় ছুটে গিয়েছেন। দাঁড়িয়েছেন দুর্গত মানুষের পাশে। তাঁদের জন্য ত্রাণ, আর্থিক সাহায্য থেকে হারানো নথি ফের করে দেওয়া— যাবতীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। দুর্যোগ কেটে যাওয়ার এতদিন পরে সেখানে ত্রাণ নিয়ে হাজির হয়ে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়লেন গদ্দার অধিকারী। এর আগেও বিজেপি নেতারা ফটোশুট করতে গিয়ে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন। এবার মানুষের দুর্দশাকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক প্রচার চালানোর অভিযোগ উঠল বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ি ব্লকের গাধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুরসামারি ও বগুড়িবাড়ি গ্রামের হোগলাপাতা এলাকায় পৌঁছে ত্রাণ বিতরণ শুরু করেন তিনি। কর্মসূচি ঘিরেই দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা ও ক্ষোভ। স্থানীয়দের অভিযোগ, 'আমরা কষ্টে আছি, সব হারিয়েছি। উনি এতদিন পরে এলেন। তবু আমরা চেয়েছিলাম উনি আমাদের মুখে শুনুন আমাদের দুঃখের কথা। কিন্তু কেউ কথা বলার সুযোগই দিল না।' এই ক্ষোভ থেকেই তাঁরা ত্রাণসামগ্রী ফিরিয়ে দেন। তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন, মানুষের বিপদের সময়ে পাশে থাকার ভান করছে বিজেপি। প্রশাসন ও রাজ্য সরকার দিনরাত কাজ করছে দুর্গত মানুষদের সাহায্য করতে। বিরোধী দলনেতা আসলে বন্যার দুর্ভোগকে ব্যবহার করছেন রাজনৈতিক প্রচারের জন্য। মানুষ সেটাই বুঝে গিয়েছেন, তাই এই প্রতিক্রিয়া। তিনি আরও বলেন, বিজেপির নেতারা শুধু ক্যামেরার সামনে দেখানো কাজ করেন। কিন্তু তৃণমূল কর্মীরা দিনরাত এক করে ঘরবাড়ি মেরামত, খাদ্য, ওষুধ পৌঁছে দিচ্ছেন। বন্যার জেরে ধূপগুড়ি মহকুমার গাধেয়ারকুঠি, বগুড়িবাড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এখনও অনেক পরিবার জলবন্দি। রাজ্য প্রশাসন ও তৃণমূল নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেছে।

আত্মঘাতী যুবক

● হিলি ব্লকের ত্রিমোহনীর চকদাপটে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী এক যুবক। নাম মনোজ চক্রবর্তী, বয়স ২৮ বছর। গত মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ঠাকুরপুড়া এলাকায় বিষ খান তিনি। এলাকাবাসী টের পেয়ে বাড়ির লোকেদের খবর দেন। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার ভোর চারটে নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। দুপুর একটা নাগাদ বালুরঘাট পুলিশ মর্গে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়। কী কারণে আত্মঘাতী, তার খোঁজ করছে হিলি থানার পুলিশ।

অটোচালকের মৃত্যু

● আলিপুরদুয়ার জেলার কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হল। নাম সাদ্দাম আলি। বাড়ি খোয়ারডাঙা এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার কামাখ্যাগুড়ি দুর্গাবাড়ি এলাকায় এক যুবককে পরিত্যক্ত ফাঁকা জায়গায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মৃত্যুর কারণ জানতে ময়নাতদন্তে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিত ভাবে খুন করা হয়েছে, শরীরে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। তাঁর গলাতেও আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে কী করে জনবহুল এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটল।

দুর্ঘটনা, তবু রক্ষা

● একেই বোধহয় বলে, রাখে হরি মারে কে! বাঁশবোঝাই ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে ছোট একটি ব্যক্তিগত গাড়ি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গিয়েছেন দুই আরোহী। মাদারিহাট ট্রাফিক সিগন্যালে লাল আলো দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়েছিল একটি ছোট চারচাকার গাড়ি। হঠাৎ পিছন থেকে একটি ট্রাক দুরন্ত গতিতে এসে ধাক্কা মেরে সামনের একটি ট্রাকের নিচে ঢুকিয়ে দেয় গাড়িটিকে। দুমড়ে মুচড়ে যায় গাড়িটি। এরপর একে একে আরও চারটি গাড়ি ওই ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে। সামনের গাড়িতে থাকা চালক ও আরোহী এয়ার ব্যাগ খুলে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান দুজনেই। প্রাণে বেঁচে গিয়ে তাঁরাও হতবাক। যেভাবে তাঁদের গাড়ি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে, তাতে তাঁদের বেঁচে থাকাই আশ্চর্যের। বৃহস্পতিবার দুপুরে আলিপুরদুয়ার জেলার ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের মাদারিহাট ট্রাফিক সিগন্যালের কাছে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মেন গেটের সামনে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
17 October, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

বাংলায় গণতন্ত্র আছে বলেই পতাকা লাগাবার লোকজন পাচ্ছে বিজেপি

■ বর্ধমানের স্বস্তি পল্লির মাঠে জনসমুদ্র বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে। ডানদিকে, মঞ্চে সোহম চক্রবর্তী, স্বপন দেবনাথ, শর্মিলা সরকার প্রমুখ। বৃহস্পতিবার।

ঢাক বাজিয়ে বিজেপি বিসর্জন দিন : সোহম

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বাংলায় গণতন্ত্র আছে। কিন্তু এই গণতন্ত্র যদি ১ মিনিটের জন্যে সরে যায়, তাহলে বাংলায় বিজেপির পতাকা লাগাবার একটা লোকও খুঁজে পাবে না। বৃহস্পতিবার বর্ধমানের স্বস্তি পল্লির মাঠে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনীতে এসে এভাবেই বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলেন অভিনেতা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। এদিন যুব সভাপতি রাসবিহারী হালদারের কাছে জমায়েত দেখে তিনি বলেই ফেলেন, রাসবিহারী এখানে ভোটে দাঁড়ালে জিতে যাবে। তিনি বলেন, নিজেদের মধ্যে মান-অভিযান সরিয়ে রাখুন। দল আমাদের কাছে মন্দির-মসজিদের মতো। সেখানে যেমন জুতো খুলে ঢুকতে হয়, তেমনি মান-অভিমানকে বাইরে সরিয়ে রেখে দলের হয়ে সকলে কাজ করুন। আত্ম অহংকারকে দূরে সরিয়ে রাখুন। শুরু থেকেই বিজেপির সমালোচনায় মুখর সোহম বলেন, বাংলায় বিজেপির পরিযায়ী নেতারা আসেন বাংলা দখলের স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু বাংলার উন্নয়ন নিয়ে কিছুই বলেন না। আপনারা ঢাক বাজিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এসেছেন। এবার ঢাক বাজিয়ে বিজেপিকে বিসর্জন দিন। এদিনের রেকর্ড সংখ্যক ভিড়ে ঠাসা জনসভায় ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকার, জেলা তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ সাংসদ, বিধায়ক এবং জেলা নেতৃত্ব।

হারানো ফোন ফেরত দিল বাঁকুড়া পুলিশ

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সামনেই আলোর উৎসব দীপাবলি। তার আগে হারিয়ে ও চুরি যাওয়া ফোন প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। বৃহস্পতিবার জেলা পুলিশ লাইনের ড্রিল শেডে এগুলি তুলে দেন জেলার পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি। অনুষ্ঠানে ছিলেন বাঁকুড়ার বেশ কিছু পুলিশকর্তা। পুলিশ সুপার জানান, ভবিষ্যতে এই সমস্যার সম্মুখীন হলে সরাসরি পুলিশের সাহায্যে নেবেন, পুলিশ সবসময় পাশে আছে।

মহিষাদলে নিষিদ্ধ বাজি-সহ ধৃত ১

সংবাদদাতা, মহিষাদল : কালীপুজোর আগে নিষিদ্ধ শব্দবাজি রুখতে তৎপর পুলিশ মহিষাদল থানা এলাকার চিঙুড়মারি গ্রাম থেকে উদ্ধার করল প্রায় ২১৫ কেজি নিষিদ্ধ শব্দবাজি ও বাজি তৈরির মশলা। বাজি তৈরির কারিগর কমল মাজিকে গ্রেফতার করেছে মহিষাদল পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতকে হলদিয়া মহকুমা আদালতে তোলা হয়। কালীপুজো উপলক্ষে পুলিশের নজর এড়িয়ে চলছিল বাজি তৈরির কাজ। এই ধরনের অভিযান চলবে বলে জানান মহিষাদলের ওসি নাড়ুগোপাল বিশ্বাস।

সংস্কৃতি দফতর ও প্রেস ক্লাবের বিজয়া

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলা তথ্যসংস্কৃতি দফতরের আয়োজনে এবং বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সহযোগিতায় হল বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) অমিয়কুমার দাস, জেলা তথ্যসংস্কৃতি আধিকারিক রামশংকর মণ্ডল, প্রেস ক্লাবের সভাপতি রণেন শীল, সম্পাদক রাজেশ খান, কোষাধ্যক্ষ শম্ভুনাথ কর্মকার প্রমুখ।

স্ত্রীকে খুন, পলাতক স্বামী

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার তাহেরপুর থানার বীরনগর লাইব্রেরি পাড়ায় বৃহস্পতিবার এক গৃহবধূকে হঠাৎই তাঁর স্বামী ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপায়। তাঁর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে পালায় স্বামী। রক্তাক্ত গৃহবধূকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে বীরনগর হাসপাতাল থেকে পরে রানাঘাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। স্বামীর খোঁজে তল্লাশি শুরু চালাচ্ছে তাহেরপুর থানার পুলিশ।

জেলা পরিষদের ২ লক্ষে চালু সুলভ শৌচালয়

সংবাদদাতা, ডেবরা : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বরাদ্দ অর্থে ডেবরা ব্লকের ৯ নং যাঁড়পুর লোয়াদা বাজার এলাকার ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি মেনে সরকারি সহযোগিতায় সুলভ শৌচালয় তৈরি হল। বৃহস্পতিবার লোয়াদা বাজারের পুল গোড়াতে নতুন সেই শৌচালায়ের উদ্বোধন করলেন কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শেখ সাবির আলি, অঞ্চল সভাপতি দিলীপ ঘোষ, অঞ্চল আইএনটিটিইউসি সভাপতি মইদুল খান, লোয়াদা নাগরিক কমিটির সহ সভাপতি জয়ন্ত শাসমল ও এলাকার ব্যবসায়ীরা। প্রায় ২ লক্ষে এটি তৈরি হয়েছে। শান্তি টুডু জানান, ডেবরাতেও জেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় সুলভ শৌচালয়, স্নানাগার হয়েছে। ডেবরা বাজারের মানুষজন ব্যবহার করতে পারেন। পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সিতেশ ধাড়া জানান, ডেবরায় এই শৌচালয় খুব জরুরি ছিল। মুম্বই রোড নাগরিক কল্যাণ কমিটির একটি ছোট শৌচালয় ছিল। জেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু, বিধায়ক হুমায়ুন কবীর এবং ডেবরার বিডিওর উদ্যোগে আমরা তা তৈরি করতে পেরেছি।

■ ডেবরা বাজারে শৌচালয়ের সূচনায় জেলা কর্মাধ্যক্ষ শান্তি টুডু।

বর্ধমানে প্রথম হচ্ছে মহিলা মিনি ম্যারাথন

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমানে প্রথমবার অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ১৪ বছরের উর্ধ্ব 'রান ফর লাইট' শীর্ষক মহিলাদের মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। দীপাবলির আগের দিনের প্রতিযোগিতা ঘিরে উত্তাল বর্ধমান। ১৯ অক্টোবর উল্লাস মোড় থেকে মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুল মাঠ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪ কিমি এই ম্যারাথনের আয়োজক আজকের আরশিনগর সংস্থা। সম্পাদক অরূপ লাহা জানান, প্রথমবার এই প্রতিযোগিতা হবে ১০০ প্রতিযোগীকে নিয়ে। রাজ্যের অন্যান্য জেলা থেকেও নাম দেওয়া হচ্ছে অনলাইনে।

৪৫০ বছর আগের রীতিতে গ্রাম্যদেবী হটনগর কালীর পুজো

প্রিন্স কর্মকার • বাঁকুড়া

কালী-কার্তিকের শহর হিসেবে পরিচিত বাঁকুড়ার প্রাচীন শহর সোনামুখীতে অসংখ্য কালীপুজো হয়। ইতিহাসসমৃদ্ধ পুজোর মধ্যে অন্যতম হটনগর কালী। এঁকে নিয়ে অনেক লোককথা প্রচলিত। প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে সোনামুখী ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। তখন ছিল বিনিময় প্রথা। সোনামুখীর বৃদ্ধা তারিণী সূত্রধর প্রতিদিন জঙ্গল পেরিয়ে হেঁটে মাথায় ঝুরি নিয়ে বড়জোড়ার নিরিশা গ্রামে চিরে বিক্রি করতে যেতেন। বিক্রি করে পাওয়া ধান নিয়ে ফিরে আসতেন। যাওয়া-আসার পথে পড়ত একটা খাল। বাড়ি ফেরার পথে তিনি খালের পাশে বসে চিঁড়ে-মুড়ি খেতেন। প্রায় দিনই লালপাড় শাড়ি পরা ছোট্ট শ্যামাঙ্গী এক মেয়ে তাঁর সঙ্গে সোনামুখী আসার বায়না ধরত। বৃদ্ধা প্রতিদিনই কিছু না কিছু বলে তাকে বিরত করতেন। শেষে একদিন সে জেদ ধরে সোনামুখী যাবেই যাবে। নিরুপায় তারিণী তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মত হন। কিছুদূর যাওয়ার পর মেয়েটি বলে, আর হাঁটতে পারছি না, কোলে নাও। কিন্তু

মাথায়, কোলে ধানের ঝুড়ি-বস্তা থাকায় বৃদ্ধা অসহায়তার কথা বলায় একরত্তি মেয়েটি তাঁর মাথার ঝুড়িতেই চাপার কথা বলে। বৃদ্ধা তাই করেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখেন মেয়েটির বদলে ঝুড়িতে রয়েছে দুটি পাথর। তিনি পাথরদুটি তুলসিতলায় রেখে দেন। সেদিন রাতেই তিনি স্বপ্নে দেখেন, ছোট্ট মেয়েটি বলছে, আমি মা কালী। তোর ভার বইতে যাতে কষ্ট না হয় তাই পাথররূপে এসেছি। আমার পুজোর ব্যবস্থা কর। আকরগাছের নিচে রেখে আয়। পরদিন সকালেই বৃদ্ধা লালবাজারের মানুষকে সব কথা জানান। সেই সময় জাতপাতের ঘটনা এতই তীব্র ছিল যে পুরোহিত পুজো করতে অস্বীকার করেন। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে পুরোহিত পরে স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজি হন। স্বপ্নাদেশে স্থানীয় জমিদার গিন্নি কাদম্বরী দেবী মন্দির নির্মাণ, পুজো পরিচালনার জন্য জমি দেন। তখন থেকেই হটনগর কালীপুজোর শুরু। বর্তমানে সুদৃশ্য মন্দির হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন প্রথা মেনে আজও সূত্রধরেরাই ঘট আনার অধিকারী। সেই ঘট সারা বছর মন্দিরে রেখে পুজো হয়। বাৎসরিক পুজোর সময় বিসর্জন দিয়ে নতুন ঘট আনা হয়। হটনগর কালীর নামকরণ নিয়ে কেউ বলেন, হটযোগে এক যোগী এখানে সিদ্ধিলাভ করেন তাই এই নাম। কেউ বলেন, মা কালী হঠাৎ নগরে এসেছিলেন তাই এমন নাম। মায়ের নির্দেশে যে আকরগাছের নিচে পাথর দুটি রাখা হয় সেই গাছ আজও আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গাছে কোনও কাঁটা নেই, আদি মূলের খোঁজও পাওয়া যায়নি। পাথর দুটি আজও সেই গাছের নিচে রেখেই পূজার্চনা হয়। তবে ঋতু ভেদে পাথরের রং পরিবর্তন হয় বলে দাবি স্থানীয়দের।

পিংলায় বুথ স্তর থেকে ব্লকে যাঁরা ভাল কাজ করছেন তাঁদের পুরস্কৃত করা হল

রাজ্যে নগণ্য বিরোধীরা, তবু ভোট প্রস্তুতিতে ফাঁক রাখতে চান না চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, নদিয়া : রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে মহিলাদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি পূর্ণ আস্থাজ্ঞাপনের দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠল জেলাবাসীর সামনে। দক্ষিণ রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নজরুল মঞ্চে। প্রধান বক্তা ছিলেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী ও মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, আগামী রাজনৈতিক কর্মসূচি আলোচনা করা এবং মহিলাদের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, রানাঘাট জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের আজ বিজয়া সম্মিলনীর সঙ্গে হল কর্মী-সম্মেলন। বিধানসভা ভোটের আগে মহিলারা উদ্বুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে কন্যাশ্রী, রূপশ্রী-সহ অন্যান্য প্রকল্পের জন্যই রাজ্যের

রানাঘাটে কর্মিসভায় মহিলা তৃণমূলের রাজ্য নেত্রী মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

মহিলারা স্বনির্ভর হয়েছেন। রাজ্যে তেমন কোনও বিরোধী নেই। তবু আমরা বিধানসভা নির্বাচনের যুদ্ধকে খাটো করে দেখছি না। কোনও সৈনিকেরই খাটো করে দেখা উচিত নয়। ২০২৬-এর নির্বাচনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই জয়ী হব। কর্মিসভায় ছিলেন প্রাক্তন জেলা সভাধিপতি রিক্তা কুন্ডু, বর্তমান সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, সহকারী সভাধিপতি সজল বিশ্বাস, তৃণমূল নেতৃত্ব। উপচে পড়া প্রেক্ষাগৃহে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বক্তব্যে মুহুর্মুহু হাততালি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে স্লোগানই বার্তা দেয়, মহিলাদের মাঝে তাঁর জনপ্রিয়তার ধারে-কাছে নেই বিরোধীরা।

বিজয়ামঞ্চে রাম-বাম ছেড়ে তৃণমূলে এলেন ৬০ পরিবার

বাঁকুড়ায় বিজেপি-সিপিএম থেকে দলে নবাগতদের পতাকা দান।

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : ফের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে ভোটে হারার জন্য নেতৃত্বকেই দায়ী করলেন বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল সভাপতি তারাশঙ্কর রায়। তিনি বলেন, হাতে মাত্র চারটে মাস সময়। কালীপুজো, ভাইফোঁটা কাটিয়েই মাঠে নামতে হবে। মানুষের দরজায় গিয়ে ভুলত্রুটি থাকলে ক্ষমা চেয়ে নেবেন। দলে পদে থাকলেই কেউ বড় নন। সাংবাদিকদের কাছে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয় স্বীকার না করলেও তিনি বলেন, মনোমালিন্যের জেরেই এই ফল। অন্যদিকে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্ত বলেন, আগামী এক মাসের মধ্যে দলে পরিবর্তনের জন্যে প্রস্তুত থাকুন।দলে যাঁরা কাজ করবেন তাঁরাই থাকবেন। গত বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবিকে এভাবেই দায়ী করেন জেলার দুই সভাপতি। বিজয়ামঞ্চ থেকেই এদিন ৬০টি পরিবার বিজেপি-সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন।

ঝাড়গ্রামের দুটি বালিখাদানে ইডি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই গোপীবল্লভপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালান কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডির আধিকারিকেরা। প্রথমে তাঁরা খাদান ব্যবসায়ী অরুণ সারাফের জিডি মাইনিং অফিসে হানা দেন। এর পরে গোপীবল্লভপুরের একটি বালিখাদানে অভিযান চালায় ইডি। শেষে লালগড়ের সিজুয়া খাদানেও অভিযান চলে তাদের। অভিযোগ, বৈধ অনুমতি ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে বালি তোলা চলছিল এই সব খাদানে। তবে সিজুয়া খাদানের সামনে রাস্তায় সারি সারি বালির লরি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলেও মালিকদের কারও সেখানে দেখা মেলেনি। গোপাল নামে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চালান ইডির তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, এর আগেও ঝাড়গ্রামের এই বালিখাদানে ইডির তরফে অভিযান চালানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ফের সেই একই ঘটনায় সকাল থেকেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা জেলাজুড়ে। শেষমেশ প্রায় ১১ ঘণ্টা তল্লাশি চালানোর পর সিজুয়া বালিখাদানের অফিস থেকে বেশ কিছু নথি উদ্ধার করে নিয়ে যান ইডির তদন্তকারী কর্তারা। এই নিয়ে জেলায় গোটা দিন ধরে আলোচনা চলে বিভিন্ন মহলে।

এসআইআর-চক্রান্ত রুখে ২৬-এ মানুষ বাংলায় বিজেপি-বিদায় করবে : তন্ময়

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বাংলায় এসআইআর করে লাভ হবে না। বাংলা থেকে ২০২৬-এই বিদায় নেবে বিজেপি। বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ায় ৪ বিজয়ামঞ্চ থেকে একথা জানিয়ে দেন দলের অন্যতম মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ। এদিন পুরুলিয়া ২, জয়পুর, কোটশিলা ব্লক ও পুরুলিয়া শহরে দলীয় বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন তিনি। সঙ্গী

পুরুলিয়ার বিজয়ামঞ্চে বক্তব্যরত দলের মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ।

ছিলেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, জেলা সভাপতি রাজীবলোচন সরেন, জেলা চেয়ারম্যান শান্তিরাম মাহাত, আইএনটিটিইউসি সভাপতি উজ্জ্বল কুমার, যুব সভাপতি গৌরব সিং, মহিলা সভানেত্রী মিনু বাউরি, পুরুলিয়া ২ ব্লক সভাপতি হেমন্ত রজক, জয়পুরের লড়াকু নেতা দিব্যজ্যোতি সিংদেও, কোটশিলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপক সিংহ, পুরুলিয়া শহর সভাপতি কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। মহিলাদের মাতৃশক্তি সম্বোধন করে তন্ময় বলেন, বিজেপি এসআইআরের নামে বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়ার যে চক্রান্ত করছে, সচেতনভাবে তা প্রতিহত করতে হবে। বিশ্বে শ্রেষ্ঠ উৎসবের তকমাপ্রাপ্ত বাংলার দুর্গাপুজো এবার রাজ্যে হয়েছে ৩৬ হাজারের বেশি। সরকার তাদের ১ লক্ষ ১০ হাজার অনুদান দিয়েছে। ফলে বাজার চাঙ্গা হয়েছে। পুজোয় ব্যবসা হয়েছে ৩৬ হাজার কোটি টাকার। এই বিশাল অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেখে বিরোধীরা চুপ করে গিয়েছে। বিজয়া সম্মিলনী তৃণমূল তো করেই থাকে। এবার এই সম্মিলনীর অন্য গুরুত্ব আছে। বিজেপি বাংলা দখলে চক্রান্ত এবং মিথ্যাচার শুরু করেছে। তাদের প্ররোচনায় পা দেওয়া চলবে না। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মনে রাখতে হবে আপনাদের পাশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। তাই চতুর্থবারের জন্য দিদিকেই মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। গতবার পুরুলিয়া ও জয়পুর কেন্দ্রেই জয় পায়নি দল। বিষয়টি উল্লেখ করে তন্ময় বলেন, আমরা জানি যাঁরা ভুল বুঝেছিলেন তাঁরা ফিরে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী উন্নয়নে আমরা-ওরা দেখেন না। তাই বিরোধী পরিবারগুলিও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবুজ সাথী, স্বাস্থ্যসাথীর সুবিধা পান। রাজনীতির থেকে মানুষ আগে, সেটাই মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল কর্মীদের শিখিয়েছেন। তাই তাঁদের আশা, মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর পাশে আছেন। ছাব্বিশেই হবে বিজেপি বিদায়।

কাঁথি ৩ ব্লকে জনসমুদ্রে পরিণত বিজয়া সম্মিলনীর বক্তা তৃণমূল আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার।

পঞ্চায়েত কার্যালয় ভাঙচুর দুষ্কৃতীর

সংবাদদাতা, সিউড়ি : বৃহস্পতিবার বিকেলে সিউড়ি ১ পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে ভাঙচুর চালায় একদল যুবক। সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরির অভিযোগ, বন্দুক নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়েছিল একদল দুষ্কৃতী। যাদের নামে একাধিক মামলা রয়েছে সিউড়ি থানায়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে মারধর করা হয়। তখন অফিসে তৃণমূলের যে পদাধিকারীরা ছিলেন তাঁদের হেনস্থা করা হয়। নীলু নামে এক দুষ্কৃতী আগে কাউন্সিলরের স্বামীকে মারধর করে জখম করেছিল। উপপ্রধান বিদ্যাসাগর সাউয়ের বাড়ি বোমা মেরেছিল। নীলুর নেতৃত্বে সিউড়ির বিভিন্ন জায়গায় জুয়ার ঠেক চলে। এই নিয়ে পুলিশ সুপারকে অভিযোগ জানিয়েছি। তিনি আশ্বস্ত করেছেন কোনও অপরাধীকেই ছাড়া হবে না।

ক্ষীরপাইয়ের বড়মার নিত্যপুজোর পুরোহিত শুধুমাত্র ভক্তেরাই

মৌসুমী হাইত, পশ্চিম • মেদিনীপুর

'বড়মা'র পুজোয় লাগে না পুরোহিত। মানুষই এখানে পুরোহিত। বড়মা নামেই নয়, দেখতেও বড়। কংক্রিটের প্রায় ৪৫ ফুট উচ্চতার মা তাই ভক্তদের কাছে ক্ষীরপাইয়ের বড়মা নামেই পরিচিত। পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষীরপাইয়ের ১ নং ওয়ার্ড চিরকুনডাঙায় রয়েছে এই বিশালাকার কালী। জেলা ছাড়িয়ে ভিনজেলা, এমনকি ভিনরাজ্যের মানুষও এই মাকে বড়মা নামেই জানে। পুজোর অপেক্ষায় থাকেন অগণিত মানুষ। শ্মশানকালী হলেও এই পুজোয় বলি হয় না। পুজোর পরের দিন হাজার হাজার মানুষ আসেন খিচুড়ি প্রসাদ নিতে। মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন শুদ্ধদেব রায়। প্রথমে মাটির চালায় পুজোর শুরু। ডাকা হত ছোট মা নামে। একবার বন্যায় ছোট মায়ের মাটির চালা ডুবে মূর্তি ভেঙে যায়। যদিও মায়ের একটি ভাঙা হাত থেকে গিয়েছিল যা এবারের বন্যায় তলিয়ে যায়। বন্যা মিটতেই ছোট মায়ের মন্দিরের পাশেই ৪৫ ফুট উচ্চতার কংক্রিটের বড়মার মূর্তি তৈরি হয়। অমাবস্যা তিথি ও কালীপুজোর

সময় ছাড়া বড়মার মন্দিরে থাকেন না কোনও পূজারি। প্রতিদিন বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ মায়ের দর্শনে এসে নিজেরাই নিজের মতো করে মায়ের পুজো দেন। ভক্তদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মন্দিরের পুজার্চনার কাজ। দক্ষিণা দেওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধ আছে। প্রণামীর বাক্সও নেই। কোনও আর্থিক সাহায্য নেওয়া হয় না বলে লিখে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সামনেই কালীপুজো। ক্ষীরপাইয়ের বড়মায়ের পুজোয় জাঁকজমক না থাকলেও ভক্তদের আরাধনায় গমগম করে।

আমার বাংলা
17 October, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ই-রিকশা, টোটো নিয়ন্ত্রণে বৈঠক

সংবাদদাতা, ইসলামপুর : রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে ই-রিকশা ও টোটো নিয়মিতকরণের বিষয়ে বিভাগ থেকে নির্দেশিকা রয়েছে। এই অনুযায়ী বৃহস্পতিবার বিডিও, এআরটিও, পুলিশ প্রতিনিধি, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং টোটো ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের একটি সভা আয়োজিত হয়। অবৈধ টোটো তৈরি বা অ্যাসেম্বল করার স্থান চিহ্নিত করা হবে এবং নির্দেশিকা অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাস্তায় চলাচলকারী সমস্ত ই-রিকশা ও টোটোকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে সরকারের কাছে নিবন্ধিত হতে হবে। সহায়তার জন্য এআরটিও অফিসে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। ব্লক ও এসডিও অফিস এই পরিষেবা প্রদান করবে, জানিয়েছেন এসডিও প্রিয়া যাদব।

কোচবিহারে নয়ে নয় হবে বিজয়া সম্মিলনীতে রাজীব

■ বিজয়া সম্মিলনী মঞ্চে বক্তা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : 'কোচবিহারে নয়ে নয় হবে। সব আসন জিতবে তৃণমূল।' কোচবিহার শহরের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চে এমনটাই বললেন প্রাক্তন মন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। কোচবিহার শহরের পুরাতন পোস্ট অফিসপাড়ার মাঠে ছিল বিজয়া সম্মিলনী। দলের কর্মীদের ভিড়ে তিল ধারণের জায়গা ছিল না সভায়। সভায় মহিলা কর্মীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন রাজীব বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারংবার উত্তরবঙ্গে ছুটে আসছেন। তাই দেখে বন্যা দেখার জন্য পর্যটনে আসছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁরা ছবি তুলতে আসেন! এরপর বিজেপি নেতারা বিমানে চলে যান। উত্তরবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর করে এই জেলায় একজনকে মন্ত্রী করেছেন। রাজীব আরও বলেন, এসআইআর করে ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। তৃণমূল কর্মীরা প্রস্তুত আছেন। একটা নামও বাদ দিতে দেব না। স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে চলছে বিজেপি। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বাড়ির দরজায় দরজায় উন্নয়ন নিয়ে ঘুরছেন। গ্রাম জেগে উঠেছে। শহরকেও জাগতে হবে। রাজীব দলীয় কর্মীদের অনুরোধ করেন, বাড়ি বাড়ি যান। কোচবিহার শহর থেকে যে-ই প্রার্থী হোক তাঁকে ব্যাপক ভোটে জেতাতে হবে। রাজীব ছাড়াও বক্তা ছিলেন তৃণমূল জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, আব্দুল জলিল আহমেদ, রজত বর্মা, শুচিস্মিতা দেবশর্মা। সভায় শিক্ষকদের উপস্থিতিও ছিল প্রচুর।

মমতা স্পর্শে পাহাড় হাসে

(৪ পাতার পর)

সেটা দিতে না পারার অক্ষমতায়, আসলে বুকজ্বালায় তারা কিন্তু পাহাড়ের দুঃখে শামিল হতে পারেনি বটে তবে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চালিয়ে দুর্গাপুরেই রইল। বছরখানেক আগের আরজি করকেও একটু একটু পরিবেশন করে সান্ধ্য মজলিশের মৌতাত বাড়াল। অথচ যাঁর কথার ভুল ধরলেন তিনি ডুয়ার্স থেকে পাহাড়ে উঠেও সেই কাজের ভিতরেই সারাদিন কাটাচ্ছেন।

বাস্তবটা আপনাদের স্বীকার করার মতো বুকের বল নেই যে, আপনাদের মতো উচ্চ চিন্তার অসাধারণ মানুষ উনি নন। সাধারণ মানুষের বৃত্তে থাকা উনি সাধারণেরই প্রতিনিধি। তাই রাজনীতির মাঠে ওনার গ্রহণযোগ্যতা আপনাদের পেটে গ্যাস উৎপন্ন করে। আর সেটা কুৎসা অপপ্রচার মিম নোংরা অশ্লীল গালি হয়ে মুখ দিয়ে বেরোয়।

বিরোধী নেত্রী হিসাবে ওনাকে মারধর করা তো নিয়ম করে ফেলেছিল একসময় তৎকালীন সরকার। কই একবারও সরকারের কেউ ওনাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিল? উনি কিন্তু খগেন মুর্মুকে দেখতে গেছেন। কথা বলেছেন। ঠিক এখানেই মুখ্যমন্ত্রী ওনার তথাকথিত কুৎসাকারীদের থেকে আলাদা কারণ নাটক করে হলেও আপনাদের ক্ষমতাই নেই লাগাতার মানুষের মাঝে পড়ে থাকার। উনি শুরু থেকেই এটা করেন। এটা যদি রাজনীতি হয় রাজনীতি। নাটক হয় নাটক।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা শিশুগুলো যখন 'দিদি দিদি' বলে হাত নেড়ে ওনাকে ডাকে, উনি এগিয়ে চকোলেট দেন, কখনও ওদের চোখে মুখের খুশি দেখেছেন? কখনও খেয়াল করে দেখেছেন শিশুরা ওনার কোলে উঠে কাঁদে না। কারণ আপনাদের ওই নাটকের স্নেহময়ী স্পর্শটা ঠিক ঠাকুমা-দিদিমাদের মতো। ওরা সেই মমতাতেই আকৃষ্ট হয়। কিন্তু আপনাদের সহবত আদব-কায়দা সবটাই নষ্ট হয়ে গেছে বলে মুখ দিয়ে ওনার সম্বন্ধে খারাপ শব্দগুলোই বের হয়।

ফলত আপনাদের কাছে একজন মুখ্যমন্ত্রী পটুয়াপাড়ার মেয়ে, বস্তি, চটিপিসি অনেককিছু কিন্তু সারা বাংলার সাধারণ মানুষের কাছে উনি বাংলার মেয়ে বাঘিনি মুখ্যমন্ত্রী, সকলের প্রিয় দিদি। তাই উঠতে বসতে টিভি, কাগজ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ওনার ওপর আক্রমণ, কথায় কথায় ভুলধরা, নানান মিম বানিয়ে বিপ্লবী সাজার সব জবাব আবারও পাবেন ছাব্বিশের নির্বাচনে।

রাজ্যের বাম, কংগ্রেস তো ছেড়েই দিলাম, প্রবল প্রতাপের গেরুয়া দলের নামীদামি নেতা এমনকী স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও নামুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপক্ষে। কিন্তু আমি লিখে দিচ্ছি, বুথে বুথে ঘুরলেও ভোটের অঙ্কে আপনাদের হারই হবে। তার কারণ মমতা, এই নামটা মানুষের মনের ভিতরে গাঁথতে যে দীর্ঘ সময় তিনি পার করেছেন তাদেরই জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থেকে... সেই ভরসা-বিশ্বাসের বন্ধন ছিন্ন করার চেষ্টাটুকুই আপনাদের কল্পনার অতীত পরিশ্রম। যা করার সাহস বা ক্ষমতা আপনাদের নেই। কোনওদিন হবেও না।

তাই আপনারা স্নো পাউডার মেখে চ্যানেলে-চ্যানেলে বসুন। মাঝেমধ্যে এলাকায় গিয়ে একটু নরমে-গরমে মুখ্যমন্ত্রী-সহ ওনার গুষ্টির ষষ্ঠীপুজো করুন। এগুলোই আপনাদের মানায়। রাজ্যবাসীকে ভাল রাখার জন্য যা কাজকর্ম করার তা করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, থাকবেন।

দার্জিলিংয়ের সাধারণ মানুষ কয়েকজন গতকাল বলছিল—উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করা কাঞ্চনজঙ্ঘা নাকি বহুদিন পরে এমন দেখা যাচ্ছে। হাসতে হাসতে এটাও বলল, দিদি আয়ে না ইসিলিয়ে। হয়তো কাকতালীয়। তবুও মমতার স্পর্শে প্রকৃতি যে খুশি হয় সে তো পাহাড়-জঙ্গলের মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনেই স্পষ্টতই পরিলক্ষিত...তাই উনি যতদিন সুস্থ শরীরে থাকবেন, পাহাড় এভাবেই হাসবে। জঙ্গলও শান্ত থাকবে।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে

■ যোগদানকারীদের পতাকা দিচ্ছেন কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : ফের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানমঞ্চে বেশ কিছু পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জ ব্লক ১ (বি) তৃণমূল কমিটি ও যুব তৃণমূল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মিলনীতে বিজেপি ছেড়ে প্রায় ২০০ জন তৃণমূলে যোগদান করলেন। এদিন রায়গঞ্জ ব্লকের ভূপালপুর রাজবাড়ি গেট সংলগ্ন ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে। ছিলেন জেলা তৃণমূ সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, তৃণমূল রাজ্য সম্পাদক অসীম ঘোষ, অরিন্দম সরকার, সন্দীপ বিশ্বাস, কৌশিক গুণ, রামদেব সাহানি প্রমুখ। কানাইয়ালাল বলেন, মূলত বরুয়া এবং বীরঘই অঞ্চল নিয়ে রায়গঞ্জ ব্লক ১ (বি) তৃণমূল কমিটি গঠিত হয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুর জেলার সবকটি বিধানসভা আসনেই তৃণমূল বিপুল ভোটে জয়ী হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শালকুমার পরিদর্শনে গেলেন মন্ত্রী মলয়

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বিপর্যয়ের পর উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত গতিতে করতে সমস্ত দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি দুর্গত এলাকার জন্য এক এক দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে দায়িত্ব দিয়েছেন। নিজে দু-দুবার উত্তরবঙ্গ সফর করলেন। বিপর্যস্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কাজ নিজে তদারকি করছেন। বৃহস্পতিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আলিপুরদুয়ার জেলার এক নম্বর ব্লকের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন শালকুমারে আসেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন। নদীর ভেঙে যাওয়া বাঁধ পরিদর্শন করেন। স্থানীয় দুর্গতদের সঙ্গেও কথা বলেন মন্ত্রী। বন্যার জলে নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের খেত ঘুরে দেখে শালকুমার এলাকায় একটি শিবিরে যোগ দেন মন্ত্রী। সেখানে বন্যার জলে নষ্ট হয়ে যাওয়া সরকারি নথিপত্রের প্রতিলিপি বাসিন্দাদের হাতে তুলে দেন। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক, বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল প্রমুখ।

■ নথি তুলে দিচ্ছেন মলয় ঘটক। আছেন সুমন কাঞ্জিলাল, প্রকাশ চিক বড়াইক প্রমুখ।

আতশবাজি শিল্পে ৩১ লক্ষের কর্মসংস্থান

সংবাদদাতা, কোচবিহার : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় সবুজ আতশবাজি শিল্পে ৩১ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ুর মতো বাংলাতে আর্থিকভাবে সচ্ছল হবেন বেকার যুবকেরা। এদিন কোচবিহারের রাসমেলা মাঠে আতশবাজি মেলায় সাংবাদিক বৈঠকে বললেন সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায়। বলেন, উত্তরবঙ্গ জুড়ে ৬৫টি আতশবাজি মেলা চলছে। এর মধ্যে সব চেয়ে বড় মেলা চলছে কোচবিহারে। গোটা বাংলায় ২৬৩টি মেলা হয়েছে এবছর। কোচবিহারের পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বিশেষভাবে এই মেলা সফল করতে উদ্যোগ নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই মেলা চলছে। এ-বছর তৃতীয় বর্ষের মেলায় ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করতে রাজ্যের চেয়ারম্যান বাবলা রায় এসেছেন। তাঁকে বিশেষ ধন্যবাদ।

■ আতশবাজি মেলায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বাবলা রায় প্রমুখ।

আবার সেই একইরকম দুর্ঘটনা রাজস্থানে। কয়েকদিন আগে যোধপুর-জলসলমের সড়কে চলন্ত বাসে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছিল ২১ জনের। এবার বারমেরে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু এক গাড়ির ৪ আরোহীর। বুধবার রাতে হাইওয়েতে একটি স্করপিওর সঙ্গে ট্রেলারের সংঘর্ষে আগুন লেগে যায় গাড়িটিতে

বিজেপির মধ্যপ্রদেশে সরকারি হাসপাতালে ফের ওষুধ-কেলেঙ্কারি

গোয়ালিয়র : বিষাক্ত সিরাপের পরে বিজেপির মধ্যপ্রদেশে এবার পোকাধরা অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হল চিকিৎসাধীন এক শিশুকে। সরকারি হাসপাতালে এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ডে তোলপাড় গেরুয়া রাজ্য। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, রাজ্যে বিজেপি সরকারের অপদার্থতায় পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে স্বাস্থ্য দফতর। বিপর্যস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্বাস্থ্যসুরক্ষা ব্যবস্থা। ঠিক কী হয়েছিল ব্যাপারটা? গোয়ালিয়র জেলার মোরার শহরের একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক শিশুকে খেতে দেওয়া হয়েছিল অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাজিথ্রোমাইসিন। কিন্তু সেই ওষুধ ছেলেকে খাওয়াতে গিয়ে আঁতকে ওঠেন মা। দেখেন পোকা কিলবিল করছে ওষুধের বোতলে। এক মুহূর্ত দেরি না করে বিষয়টা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানান শিশুটির মা? উদ্বিগ্ন মহিলার প্রশ্ন, এতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ড যদি একটা সরকারি হাসপাতালে ঘটে যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবেন? ভরসাই বা করবে কাকে? পোকাধরা ওষুধ যদি কোনওভাবে অসুস্থ শিশুটি খেয়ে ফেলত, তা হলে তো তার মৃত্যুও হতে পারত। কে নেবে এর দায়? এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অন্য রোগীদের পরিজনরাও। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার জন্য কে বা কারা দায়ী তা অবিলম্বে খুঁজে বের করে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।

শিশুকে দেওয়া হল পোকাধরা অ্যান্টিবায়োটিক

জনরোষের চাপে পড়ে হাসপাতালে মজুত করা অ্যাজিথ্রোমাইসিনের সমস্ত বাক্স সিল করে দেওয়া হয়। পোকাধরা অ্যান্টিবায়োটিকের নমুনা ভোপালের পরীক্ষাগারে পাঠানো হয় বিশ্লেষণ করে পরীক্ষার জন্য। হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে, জেনেরিক এই ওষুধটির প্রস্তুতকারক মধ্যপ্রদেশেরই একটি সংস্থা। নমুনা পাঠানো হবে কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরিতেও। লক্ষণীয়, অ্যাজিথ্রোমাইসিন সাধারণত ব্যবহৃত হয় শিশুদের সংক্রমণের চিকিৎসায়। এই ঘটনা নিয়ে হইচই শুরু হওয়ায় অবস্থা সামাল দিতে নেমে পড়ে কর্তৃপক্ষ। ড্রাগ ইন্সপেক্টর অনুভূতি শর্মা জানিয়েছেন, মোরারের ওই সরকারি হাসপাতালে মজুত ৩০৬টি অ্যাজিথ্রোমাইসিনের বোতল রোগীদের সুরক্ষার স্বার্থে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

লক্ষণীয়, কোল্ডরিফ নামে কাশির সিরাপ খেয়ে কিছুদিন আগেই অন্তত ২৪টি শিশুর মৃত্যু হয় বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে। শুধু মধ্যপ্রদেশ নয়, রাজস্থানেও মৃত্যু হয় দু'টি শিশুর। এই দুই রাজ্য ছাড়াও পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাতেও অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেক শিশু। তোলপাড় শুরু হয় দেশে। এই সিরাপকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় বেশ কয়েকটি রাজ্যে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' জারি করে বিশেষ সতর্কতা। কয়েকদিন যেতে না যেতেই বিজেপির সেই মধ্যপ্রদেশেই আবার পোকাধরা ওষুধ কেলেঙ্কারি।

মোদিরাজ্যে গণ-ইস্তফা মন্ত্রীদের

আমেদাবাদ : মোদিরাজ্যে গণ-পদত্যাগ মন্ত্রীদের। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল ছাড়া বৃহস্পতিবার ইস্তফা দিলেন বিজেপির মন্ত্রিসভার ১৬ জন সদস্যই! এর মধ্যে ৮ জন পূর্ণমন্ত্রী এবং ৯ জন রাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী। ঠিক কী কারণে গেরুয়া-মন্ত্রীদের এই গণ-ইস্তফা তা নিয়ে রীতিমতো জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তবে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস পরেই গুজরাতে পুরসভা, পঞ্চায়েত এবং তালুক পঞ্চায়েত নির্বাচন। ৩ বছর আগে বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে আসার পরে যাঁদের মন্ত্রী করা হয়েছিল, তাঁদের বড় অংশের কাজকর্মে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেই। মলম লাগাতে মন্ত্রিসভা ঢেলে সাজতে চাইছে বিজেপি নেতৃত্ব। শুক্রবারই তা বাস্তবায়িত হতে পারে বলে জানা গিয়েছে রাজনৈতিক সূত্রে।

লুক আউট নোটিশ সত্ত্বেও দেশ ছেড়ে পালাল মূল অভিযুক্ত

পুলিশে নিয়োগ কেলেঙ্কারি বিজেপির ওড়িশায়, ৩০০ চাকরি বিক্রির চক্রান্ত

ভুবনেশ্বর : ক্ষমতায় আসার মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই দুর্নীতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছে ওড়িশার বিজেপি সরকার। প্রকাশ্যে আসছে একের পর এক কেলেঙ্কারি। সেখানকার গেরুয়া সরকারের অদ্ভুত গতিবিধিই প্রমাণ করছে, বিজেপির আরেক নাম দুর্নীতি আর অপশাসন। এবার ওড়িশায় পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর (এসআই) পদে নিয়োগের পরীক্ষায় বেআব্রু হল ব্যাপক দুর্নীতি। ওড়িশা পুলিশের অপরাধদমন শাখা (ক্রাইম ব্রাঞ্চ)-র তদন্তেই দেখা গিয়েছে, ৩০০টি পদে নিয়োগের জন্য চাকরি বিক্রি করার চেষ্টা করা হয়েছিল। নকল অ্যাডমিট কার্ড তৈরি করে পরীক্ষার্থীদের একাংশের পরীক্ষার জায়গা পাল্টানো হয়েছে বলে ধরা পড়েছে তদন্তে। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার, অবৈধ উপায়ে চাকরি পাওয়ার জন্য পরীক্ষার্থীরা টাকা দিলেই ভুয়ো অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া হত। এখানেই শেষ নয়, নিজের সুবিধামতো এমন জায়গায় পরীক্ষার সেন্টার ফেলা হত, যেখানে পরীক্ষার্থীরা যথেচ্ছ কারচুপির সুযোগ পাবেন। ওড়িশা পুলিশের অপরাধদমন শাখাই স্বীকার করেছে, এটি একটি সংগঠিত অপরাধী চক্র। পুলিশের অপরাধ দমন

শাখার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে যে একটি সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র আর্থিক লাভের জন্য অসদুপায়ে পরীক্ষা প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সবকিছুর নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছিলেন যে ব্যক্তি, মূল অভিযুক্ত সেই শঙ্কর প্রুস্টি ইতিমধ্যেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। লুক-আউট নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, শঙ্করকে কি বাঁচানোর চেষ্টা করছে সে রাজ্যের বিজেপি সরকার?

তদন্তকারীদের নজরে ওড়িশার দু'টি বেসরকারি সংস্থা 'সিলিকন' এবং 'পঞ্চসখ্য' রয়েছে। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ১১৪ জন পরীক্ষার্থীকে যাঁরা বাসে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন। ট্রেনে যাওয়া ১৮৬ জন পরীক্ষার্থী পালিয়ে যান। ওড়িশার এই চাকরি দুর্নীতিতে শঙ্কর প্রুস্টি নামের এক ব্যক্তিকেই মূল অভিযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর দুর্নীতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তিনি পলাতক। জানা যাচ্ছে, শঙ্কর নেপাল হয়ে দুবাই পালিয়ে গিয়েছেন। গ্রেফতারি এড়াতে শঙ্কর প্রুস্টি এবং তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী মুনা মোহান্তি, আরও তিনজন ওড়িশা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছেন। অন্যান্য আবেদনকারীদের মধ্যে রয়েছেন দীপ্তিময়ী সাহু, শ্রীকান্ত মহারানা এবং সুকান্ত মহারানা ওরফে রিঙ্কু। শঙ্কর প্রুস্টি এবং মুনা মোহান্তির বিরুদ্ধে এর আগে লুকআউট সার্কুলার জারি করা হয়েছিল, যার ফলে তাদের বিরুদ্ধে দেশ ছাড়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কিন্তু এখানেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, চাকরি দুর্নীতিতে মূল অভিযুক্ত কীভাবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন এত সহজে? লুকআউট সার্কুলার জারি হওয়ার পরেও কেউ কীভাবে দেশ ছেড়ে পালাতে পারে?

আসন ভাগ নিয়ে টানাপোড়েন বিহারের দুই শিবিরেই

পাটনা : আসন ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়াঝাটিতে ক্ষতবিক্ষত বিহারের বিহারের এনডিএ শিবির। নীতীশ কুমারের সঙ্গে চিরাগ পাসোয়ানের মাত্রাছাড়া তিক্ততা ভোটের আগে ঘুম কেড়ে নিয়েছে বিজেপির। তবে টানাপোড়েন চলছে বিরোধী শিবিরেও। বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক ও বিরোধী দুই শিবিরই আসন বাঁটোয়ারা নিয়ে রীতিমত নাজেহাল। চলছে জোট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি। এই আবহে বিরোধী জোট অক্ষুণ্ণ রেখে আসন বাঁটোয়ারার কাজ শেষ করে মহাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে বৃহস্পতিবার আরজেডি সুপ্রিমো বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবকে ফোন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং লোকসভায় বিরোধী দলের নেতা রাহুল গান্ধী।

দিন দুই আগে ৬৫টি আসন দাবি করে কংগ্রেসের অনড় অবস্থানে ক্ষুব্ধ হয়ে বৈঠক থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আরজেডি নেতা ও বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। এর পরেই আসরে নামেন কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতারা। লালু এবং তেজস্বীর ক্ষোভ প্রশমন করার চেষ্টা হয় সর্বাত্মকভাবে। এই উদ্যোগে তেমন সাড়া না মেলায় শেষে বাধ্য হয়েই বৃহস্পতিবার লালুপ্রসাদ যাদবকে ফোন করতে বাধ্য হন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধী দু'জনে। এই টেলিকথনের ফলশ্রুতিতে বিরোধী জোটের আসন সমঝোতা সংক্রান্ত জটিলতার অবসান হয় কি না, সেদিকেই চোখ থাকবে সবার। এসবের মাঝেই বিরোধী জোট মহাগঠবন্ধন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন বিকাশশালী ইনসান পার্টি বা ভিআইপির শীর্ষ নেতা মুকেশ সাহানি। ৮টি বিধানসভা আসন না পেলে জোট ছাড়বেন বলে হুমকি দিয়েছেন সাহানি।

কারা কারা কাঁদল? দেখতে উঠে বসল নকল মড়া

গয়া : এমন অদ্ভুত ঘটনার কথা কি কল্পনাতেও আনতে পারেন কেউ? আমরা অনেকেই ভাবি, মৃত্যুর পর কে আমাদের দেখতে আসবে, কে কাঁদবে? কিন্তু তাই বলে মৃতদেহ সেজে খাটে শুয়ে শ্মশান যাত্রা জীবিত মানুষের? মৃত্যুর পরে কী হবে তা নিজের চোখে দেখার জন্য জীবিত অবস্থাতেই বাঁশের দোলা চড়ে শ্মশানে রওনা দিলেন ৭৪ বছর বয়সী প্রাক্তন ভারতীয় বিমানবাহিনী অফিসার মোহনলাল। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের গয়ার কোনচি গ্রামে।

বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহনলালজিকে সম্মান জানাতে তাঁর 'শেষ যাত্রা'য় বহু মানুষ যোগ দেন। রাম নাম সত্য হ্যায় ধ্বনির সঙ্গে বাজতে থাকে নানা দেশভক্তিরও গান, চল উড় যা রে পঞ্ছি, অব দেশ হুয়া বেগানা।

শ্মশানের কাছাকাছি পৌঁছতেই সবারই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগাড়। আচমকাই উঠে বসেছে 'শবদেহ'। মৃতদেহ ছেড়ে সকলেই দে দৌড়। অবশেষে নিজেই হেসে জানালেন তাঁর অদ্ভুত সাধের কথা। তাঁর মৃত্যুতে কে কে আসবে তা দেখার জন্যই এই আয়োজন। মোহনলালজি জানান, একজন মানুষ মারা গেলে, কে কে তাঁর শেষকৃত্যে অংশ নিচ্ছে, তা তিনি জানতে পারেন না। আমি নিজে এই অভিজ্ঞতা নিতে চেয়েছিলাম এবং জানতে চেয়েছিলাম মানুষের মনে আমার জন্য কতটা সম্মান ও ভালবাসা আছে। তারপর নিজেরই কুশপুতুল দাহ করে শেষকৃত্যের সমস্ত প্রথাগত নিয়ম পালন করেন। সবার জন্য খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও করেন তিনি। নেট দুনিয়ায় এই খবর ছড়াতেই বিভিন্নরকম মন্তব্য। এ এক অভিনব ঘটনা। অনেকেরই মত, মরে যাওয়ার পর কী হবে তা কে জানতে যাচ্ছে। কিন্তু তা জানতে এমন কাণ্ড! সত্যিই ভাবা যায় না।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া। ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার দুপুরে ভূকম্পের ঘটনা ঘটেছে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৬.৭। তবে এখনও পর্যন্ত এতে হতাহতের কোনও খবর মেলেনি

ইয়েমেনে জেলবন্দি ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়ার ফাঁসি স্থগিত হয়েছে

সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি : ইয়েমেনে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ভারতীয় নার্স নিমিশা প্রিয়ার মামলায় সুপ্রিম কোর্টে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটারমণি আদালতে জানিয়েছেন যে ভারতীয় নার্স প্রিয়ার ফাঁসি বর্তমানে স্থগিত রয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকূল পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং সন্দীপ মেহতার বেঞ্চকে তিনি আরও জানান যে এই জটিল মামলায় একজন নতুন মধ্যস্থতাকারী যুক্ত হয়েছেন, যা একটি ইতিবাচক দিক। শীর্ষ আদালত বর্তমানে সেই আবেদনের শুনানি করছে যেখানে কূটনৈতিক পথে ৩৮ বছর বয়সী প্রিয়াকে রক্ষার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে কেরল থেকে ইয়েমেনে চাকরি করতে যাওয়া নিমিশা প্রিয়া তাঁর ইয়েমেনি ব্যবসায়িক অংশীদারকে খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ কেন্দ্রের কাছে জানতে চায়, ফাঁসির কী খবর? নিমিশা প্রিয়ার আইনি সহায়তাকারী সংস্থা 'সেভ নিমিশা প্রিয়া ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন কাউন্সিল'-এর আইনজীবী আদালতে জানান যে আপাতত ফাঁসি স্থগিত রয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল ভেঙ্কটারমণিও এই তথ্য সমর্থন করে বলেন, একজন নতুন মধ্যস্থতাকারী এসেছেন এবং এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভাল খবর হল যে খারাপ কিছু ঘটেনি। এরপর আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী মামলা মুলতুবি রাখার অনুরোধ জানালে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, মামলাটি ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে তালিকাভুক্ত করা হোক। এরমধ্যে যদি পরিস্থিতি আবার প্রতিকূল হয় তখন দ্রুত শুনানির জন্য আবেদন করা যাবে।

কেরলের পালাক্কাডের বাসিন্দা নিমিশা প্রিয়াকে ২০১৭ সালে খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২০২০ সালে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং তাঁর চূড়ান্ত আপিলটি ইয়েমেনের সুপ্রিম কোর্টে ২০২৩ সালে খারিজ হয়ে যায়। তিনি বর্তমানে ইয়েমেনের রাজধানী সানার একটি কারাগারে বন্দি আছেন। নিমিশার মুক্তির দাবিতে তৈরি হওয়া ফোরামের আইনজীবী এর আগে শীর্ষ আদালতে জানিয়েছিলেন যে শরিয়ত আইন অনুযায়ী নিহত ব্যবসায়িক অংশীদারের পরিবারকে ব্লাড-মানি (রক্তের বিনিময়ে অর্থ) প্রদানের সম্ভাবনা বিবেচনা করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, রক্তক্ষতিপূরণ দেওয়া হলে মৃতের পরিবার প্রিয়াকে ক্ষমা করে দিতে পারে। ১৭ জুলাই ভারত সরকার জানিয়েছিল যে তারা এই মামলায় একটি 'পারস্পরিক সম্মত সমাধান' খুঁজতে ইয়েমেনি কর্তৃপক্ষ এবং কিছু বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রাখছে। এর একদিন পরেই কেন্দ্র শীর্ষ আদালতকে জানায় যে প্রিয়া যাতে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে সরকার সম্ভাব্য সব চেষ্টা করছে। ১৪ অগাস্ট আবেদনকারী সংস্থার আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিলেন যে প্রিয়ার উপর তাৎক্ষণিক কোনও বিপদ নেই। এর আগে আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী এও জানিয়েছিলেন যে প্রিয়ার মা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইয়েমেনে গিয়েছেন এবং দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্রকে তাঁর সফরের অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পরই তিনি সেখানে যান।

মধ্যপ্রদেশে আত্মহত্যার চেষ্টা ২৫ রূপান্তরকামীর

ইন্দোর : ফিনাইল খেয়ে গণআত্মহত্যার চেষ্টা ২৫ জন রূপান্তরকামীর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে মধ্য প্রদেশের ইন্দোরে। তাঁদের সকলকে উদ্ধার করে মহারাজা যশবন্তরাও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। এখন প্রত্যেকের অবস্থা স্থিতিশীল বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

নন্দলালপুরা কিন্নর ডেরার সঙ্গে যুক্ত নেহা কুনওয়ার সাংবাদিকদের জানান যে, অক্ষয় কুমায়ুন এবং পঙ্কজ জৈন নামের দুই ব্যক্তি নিজেদের সাংবাদিক বলে দাবি করে আমাদের ব্ল্যাকমেল করতেন এবং নানা হুমকি দিচ্ছিলেন। আমাদের এক রূপান্তরকামীকে ধর্ষণও করেন। ১.৫ লক্ষ টাকাও হাতিয়েছেন। আমরা কি মানুষ নই? পন্ধ্রিনাথ থানায় অভিযোগও দায়ের করেছেন রূপান্তরকামীরা। পুলিশের বক্তব্য, তদন্ত চলছে। রূপান্তরকামীদের দু'টি বিরোধ এর নেপথ্য কারণ কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে মামলা।

উত্তরাখণ্ডে অজানা ওষুধে মৃত ৭

দেরাদুন : নেপথ্যে কি কলিফর্ম ব্যাক্টেরিয়া, নাকি ভাইরাস? উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ঘুম ছুটেছে উত্তরাখণ্ডের স্বাস্থ্য দফতরের। গত ২০ দিনে অদ্ভুত উপসর্গে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৭ জনের। ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে আলমোড়া জেলার ধাউলা ব্লকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আক্রান্তদের মধ্যে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে হৃদরোগে। বাকি ৫ জনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল রহস্যজনক উপসর্গ। জানিয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। ১১টি নমুনার মধ্যে আবার ৩টি রিপোর্টে ধরা পড়েছে টাইফয়েড। কিন্তু কোনওভাবেই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না, মৃত্যুর আসল কারণ কী।

রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে দিল্লি, দাবি ট্রাম্পের!

জল্পনা বাড়তেই বাধ্য হয়ে বিবৃতি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি : ভারত ও আমেরিকার মধ্যে চলমান বাণিজ্য চুক্তির আলোচনার মধ্যেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বুধবার দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে নয়াদিল্লি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করবে। আমেরিকার তরফ থেকে রাশিয়ার তেল আমদানির উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রায় দুই মাস পরে ট্রাম্প এই দাবি করলেন। হোয়াইট হাউসের এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের ট্রাম্প জানান, তিনি চান ইউক্রেন যুদ্ধ অবিলম্বে বন্ধ হোক, যা শুরু হওয়া উচিত ছিল না। ট্রাম্প জানান, তিনি ভারতের রুশ তেল কেনা নিয়ে খুশি ছিলেন না, কারণ এটি পরোক্ষভাবে ভ্লাদিমির পুতিনের ইউক্রেন যুদ্ধকে অর্থায়ন করছে বলে মনে করে আমেরিকা।

ট্রাম্পের এই দাবি নিয়ে জল্পনা বাড়তেই অস্বস্তিতে পড়ে মোদি সরকার। রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবি উল্লেখ করে মোদি সরকারকে কটাক্ষ শুরু করে বিরোধীরা। চাপের মুখে ট্রাম্পের দাবি সরাসরি অস্বীকার না করেও কেন্দ্র বুঝিয়ে দেয়, রুশ তেল কেনা বন্ধের কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। যাদের কাছ তেল কিনলে লাভ হবে তাদের থেকেই তেল আমদানির স্বাধীনতা আছে ভারতের। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় কর্মকর্তারা ইঙ্গিত দিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে জ্বালানি আমদানি বাড়াতে আগ্রহী নয়াদিল্লি। বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল এই প্রসঙ্গে জানান, গত সাত-আট বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের জ্বালানি ক্রয় (প্রধানত অপরিশোধিত তেল) ২৫ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে প্রায় ১২-১৩ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। তবে আরও ১২-১৫ বিলিয়ন ডলারের আমদানির সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, ভারতের মতো বড় ক্রেতার জন্য জ্বালানি আমদানির পোর্টফোলিও বহুমুখী করাই সেরা কৌশল। অর্থাৎ একাধিক দেশ থেকে তেল আমদানি হতে পারে। ভারত বরাবরই বলে আসছে যে রাশিয়া থেকে তেল কেনা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ তা চালিয়ে যাওয়া হবে, এবং বর্তমানে রাশিয়া ভারতের সবচেয়ে বড় অপরিশোধিত তেলের উৎস। শিল্প বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জুলাই ও অগাস্টে রুশ তেলের সরবরাহ কমলেও, এর কারণ আমেরিকান চাপ নয়, বরং মূল্যছাড় কমে যাওয়া, কারণ সেই সময়ের কার্গো বুকিং ট্রাম্পের শুল্ক ঘোষণার আগেই হয়েছিল। এদিকে মার্কিন শুল্ক আরোপের ফলে সেপ্টেম্বরে ভারতীয় রফতানি ১২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

পাক-আফগান সংঘাত নিয়ে মুখ খুলল দিল্লি

নয়াদিল্লি : আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের সংঘর্ষ নিয়ে এবার মুখ খুলল ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রেখেছে নয়াদিল্লি। পাশাপাশি আফগানিস্তানে হামলার জন্য পাকিস্তানের সমালোচনা করে তিনি জানিয়েছেন, সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করা এবং তারপর প্রতিবেশীদের ঘাড়ে দোষ চাপানো পাকিস্তানের পুরনো স্বভাব।

গত এক সপ্তাহ ধরে পাক-আফগান সীমান্ত সংঘর্ষ সংবাদ শিরোনামে। বুধবার ৪৮ ঘণ্টার সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করে দুই পক্ষ। গত বৃহস্পতিবার কাবুলে বোমা ফেলার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে শনিবার পাল্টা সীমান্তে হামলা চালায় তালিবান বাহিনী। রাতভর পাকসেনার সঙ্গে সংঘর্ষ চলে। আফগানিস্তানের কান্দাহারে হামলা চালায় পাক বায়ুসেনা। যুদ্ধবিমান। সংঘর্ষে প্রায় ৫০ জন সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছেন, দাবি তালিবানদের। এবার এই ইস্যুতে মুখ খুলল ভারতও।

শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির

(প্রথম পাতার পর)

আমরা একটা জগন্নাথধাম করেছি দিঘায়। একটা দুর্গাঙ্গন করছি রাজারহাটে। সেখানে ট্রাস্ট তৈরি করা হয়েছে। ওটার জমিও চিহ্নিত করা হয়েছে।

রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান জানান, আর্কিটেকচারটাও আমি দেখে নিয়েছি। আমি দার্জিলিংয়ের জেলাশাসককে শিলিগুড়ির আশপাশে একটা ভাল জমি দেখতে বলেছি। সেখানে একটা কনভেনশন সেন্টার হবে। তার পাশেই একটা বড় মহাকাল মন্দির করব। যেখানে সবথেকে বড় শিবঠাকুর তৈরি করব। তার আগে আমাকে একটা ট্রাস্ট করতে হবে। তাদের দিয়ে করাতে হবে। সবাইকে নিয়ে আমরা নিজেরা করব।

এমনকী পাহাড়ে ঘুরতে-আসা পর্যটকদের সঙ্গেও কথা বলেন। জানতে চান তাঁদের কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না। তার পরই তিনি বলেন, অনেক পর্যটক আসতে শুরু করেছেন। আমি নিজে পর্যটকদের সঙ্গে কথা বলেছি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় আমি ও জেলা প্রশাসন পুলিশের সঙ্গে মিলে প্রায় দেড় হাজার পর্যটককে নিচে পাঠিয়েছিলাম। এখন অনেক পর্যটক আসছেন। দার্জিলিং যাওয়ার এখন দুটো রাস্তা খোলা রয়েছে। একটি তিনধারিয়া ও অন্যটি পাঙ্খাবাড়ি। ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে রোহিণীর রাস্তাও খুলে যাবে। আমি পর্যটকদের পাহাড়ে আসার জন্য আবেদন করছি।

আগের চেয়ে বেশি আসনে জিতব

(প্রথম পাতার পর)

বাদ দেয় তবু বাংলার মানুষের মন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে মোছা যাবে না। ২০২৬-এ তৃণমূলের আসন বাড়বে। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সাংবাদিকদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতা ও মতবিনিময় করেন অভিষেক। সেখানে নানা বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। একইসঙ্গে সাংবাদিকদের থেকেও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত শোনেন। উল্লেখ্য, উৎসব পর্ব মিটলেই নভেম্বর মাস থেকে এসআইআর নিয়ে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচিতে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইতিমধ্যে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যার সুর বেঁধে দিয়েছেন। এবার বাংলা জুড়ে মাঠে নেমে তীব্রভাবে হবে এসআইআর বিরোধিতা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শ্যুটিং শুরু হয়েছে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার পরবর্তী নতুন ছবি ‘স্পিরিট’-এর। অ্যাকশন ক্রাইম ঘরানার এই ছবিতে রয়েছেন তৃপ্তি দিমরি এবং প্রভাস। ছবির আবহসঙ্গীত নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন হর্ষবর্ধন রামেশ্বরম

কান্তারা চ্যাপ্টার ১

‘সাইয়ারা’কে টপকে বছরের শেষে বক্স অফিসে সুনামি নিয়ে এল পিরিয়ডিক অ্যাকশন ড্রামা ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’। মাত্র ১০ দিনে ছবির আয় ৫০০ কোটির ঘরে। পরিচালক এবং প্রধান চরিত্রাভিনেতা ঋষভ শেট্টি। এই ছবি দেখতে গিয়ে সিনেমা হলে ঘটছে হুলস্থুল কাণ্ড। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

পরিচালক ঋষভ শেট্টির ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ এই মুহূর্তে প্রচণ্ড চর্চায়। কারণ সিনেমা চলাকালীন ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড ঘটছে দর্শকদের সঙ্গে। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে সেইসব ভিডিও। সেখানে দেখা যাচ্ছে ছবি দেখতে বসে কেউ অঝোরে কাঁদছেন, কেউ চিৎকার করছেন, কেউ ঠাকুরের নাম জপ করছেন, কেউ প্রচণ্ড কাঁপছেন, কেউ হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করছেন যা দেখলে ভয় লাগতে বাধ্য। কেউ আবার সিনেমা হল-এর মাঝেই মাটিতে শুয়ে প্রণাম ঠুকতে থাকছেন। ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ দেখে সেই মুহূর্তেই নাকি অনেক দর্শকের মধ্যে ভর করছেন দেবতা— এমনটা দাবি করেছেন অনেকেই। তাই দর্শকদের মধ্যে এমন আচরণ দেখা দিচ্ছে। মুক্তির পর থেকেই থিয়েটার জুড়ে শুরু হয়েছে এক অদ্ভুত উন্মাদনা।

ইতিমধ্যেই বক্স অফিসেও ঝড় তুলেছে ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’। মুক্তির এক সপ্তাহেই নজির গড়েছে এই ছবি। মুক্তির মাত্র দশদিনেই ভারতে ছবির আয় ৪০০ কোটি এবং বিশ্ব জুড়ে ছবির আয় ৫০০ কোটির ওপর। ছবিটি ইতিমধ্যে ভারতের সর্বসেরা ব্যবসা করা ২৫টি সিনেমার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ২০২২ সালের সুপারহিট ছবি ‘কান্তারা’র প্রিক্যুইল হল ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’। ২০২২-এ ‘কান্তারা’ও বিশ্বব্যাপী আয় করেছিল ৪০০ কোটি রুপির বেশি। কেন এমন উন্মাদনা? দক্ষিণ ভারতের কর্নাটকের একটি জায়গার নাম হল টুডু নাড়ু। সেখানকার মানুষের বিশ্বাস তাঁদের গ্রাম এবং বনজঙ্গল রক্ষা করে প্রেতাত্মারা। তাই তাঁরা জঙ্গল প্রকৃতিকে ভগবানের মতো পুজো করেন। ‘ভুতা কালা’ নামের এক বিশেষ পদ্ধতি এবং লোকনৃত্য পরিবেশনের মাধ্যমে এই পুজো করা হয়। ঋষভ শেট্টির ছবি ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’ ছবিতে সেইসব লৌকিক, অলৌকিক বিশ্বাস এবং প্রথাই উঠে এসছে। ‘কান্তারা’ শব্দটি আসলে সংস্কৃত, কানাড়া ভাষায় এর অর্থ হল ‘রহস্যময় জঙ্গল’। পুরাণ কল্প এবং লোকগাথা নিয়ে ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’-এর পটভূমি তৈরি। প্রেক্ষাপট ৩০০ সাল পূর্বের কর্নাটকের কাদম্বরাজবংশের আমল। সেখানে পাঞ্জুরলি দৈব ও গুলিগা দৈবের উপকথার এক অসম্ভবের গল্প। মানুষের চিরন্তন বিশ্বাসকে স্পর্শ করেছে ‘কান্তারা চ্যাপ্টার ১’। ‘কান্তারা’ শুধুই ছবি নয়, এক অদ্ভুত ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা যা বর্ণনার অতীত। কেন সেটা আপাতত রহস্যই থাক। বড়পর্দায় গিয়ে দেখলে তবেই আসল মজা উপভোগ করা যাবে। বিজ্ঞানের যুগে খানিক আজগুবি মনে হলেও ছবিটি নব্বই শতাংশ দর্শকের মনে প্রবলভাবে জায়গা করে নিয়েছে। ঋষভ শেট্টি শুধু এই ছবির পরিচালক এবং রচনাকারই নন, তিনি এই ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্রাভিনেতা। এ ছাড়া ছবিতে রয়েছেন সপ্তমী গৌড়া, গুলশন দেভাইয়া, উর্বশী রৌতেলা প্রমুখ। হোম্বলে ফিল্মসের হয়ে ছবির প্রযোজনা করেছেন বিজয় কিরাগান্দুর। মোট পাঁচটি ভাষায় মুক্তি পেয়েছে এই ছবি। তামিল, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম ও হিন্দি।

ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫

তারকাখচিত জমকালো ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। কে হলেন সেরার সেরা, কোন ছবি গড়ল ইতিহাস। সেই নিয়ে আজকের প্রতিবেদন

কিছুদিন আগেই আয়োজিত হয়ে গেল ৭০তম ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। বিনোদন দুনিয়ার স্মরণীয় একটি রাত— হিন্দি সিনেমার উৎকর্ষকে সম্মান জানাতে ফিল্মফেয়ার মঞ্চে এবং দর্শকাসনে ছিল তারকার মেলা। এবারের অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন বলিউডের বাদশাহ শাহরুখ খান সঙ্গে ছিলেন করণ জোহর এবং মণীশ পল। আমেদাবাদের কাঙ্কারিয়া লেকের ‘একে এরিনা’য় অনুষ্ঠিত সেই জমকালো পর্বে সঞ্চালকদের উপস্থিতি, রসিকতা, হাসি-মজা নিয়ে জমে উঠেছিল পরিবেশ।

এবারের ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ডের মূল আকর্ষণ ছিল সেরা অভিনেতার পুরস্কার। কারণ এই পুরস্কারটি এবার যৌথভাবে পেয়েছেন অভিষেক বচ্চন ‘আই ওয়ান্ট টু টক’ ছবির জন্য এবং কার্তিক আরিয়ান ‘চন্দু চ্যাম্পিয়ন’ ছবির জন্য। ২৫ বছরের কেরিয়ারে এই প্রথম ফিল্মফেয়ারে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতলেন অভিষেক বচ্চন। সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন ‘জিগরা’ ছবির জন্য আলিয়া ভাট। আলিয়ার এই জয় ছিল ঐতিহাসিক। কারণ এটি তাঁর কেরিয়ারের ষষ্ঠ সেরা অভিনেত্রীর ফিল্মফেয়ারের সম্মান, যা এখন একটি নতুন রেকর্ড। এর আগে নুতন এবং কাজল পাঁচবার এই পুরস্কার পেয়েছেন।

ইতিহাস গড়ল ‘লাপাতা লেডিজ’। সেরা চলচ্চিত্র হিসেবে ১৩টি পুরস্কার জিতে নিয়েছেন কিরণ রাও-এর ছবি। কোনও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছিল না। সেরা চলচ্চিত্র এবং সেরা পরিচালক-সহ আরও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে পুরস্কার জিতেছে এই ছবি। সেরা ছবি হয়েছে ‘লাপাতা লেডিজ’, সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন কিরণ রাও, সেরা সহ-অভিনেতা বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন রবি কিষাণ, সেরা সহ-অভিনেত্রী ছায়া কদম, সেরা ডেবিউ অভিনেত্রী নীতাংশী গোয়েল। সেরা চিত্রনাট্য ও সংলাপ স্নেহা দেশাই। সেরা সঙ্গীত অ্যালবাম, ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ও লিরিক্সের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন রাম সম্পথ ও প্রশান্ত পাণ্ডে। সেরা প্লে-ব্যাক সিঙ্গার বিভাগে জয়ী অরিজিৎ সিং। সেরা পোশাক-পরিকল্পনার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন দর্শন জালান।

অন্যদিকে, ক্রিটিক্স সেরা অভিনেত্রী বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন এই ছবিরই অন্যতম অভিনেত্রী প্রতিভা রান্তা। ক্রিটিক্স অ্যাওয়ার্ড ফর বেস্ট ফিল্ম বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন ‘আই ওয়ান্ট টু টক’ ছবির জন্য সুজিত সরকার। সেরা ডেবিউ পরিচালক হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন ‘ম্যাডগাঁও এক্সপ্রেস’ ছবির জন্য কুণাল খেমু এবং ‘আর্টিকেল ৩৭০’-এর জন্য আদিত্য সুহাস জামভালে। সেরা অ্যাকশন বিভাগে পুরস্কার জিতেছে ‘কিল’ ছবির জন্য সিয়ং ওহ ও পরভেজ শাইখ। লাইফ টাইম আচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জিনাত আমন ও শ্যাম বেনেগাল (মরণোত্তর)। এছাড়াও ছিল আরও পুরস্কার। নাচে-গানে মঞ্চ মাতিয়েছেন এদিন শাহরুখ, কাজল থেকে শুরু অনেক তারকা।

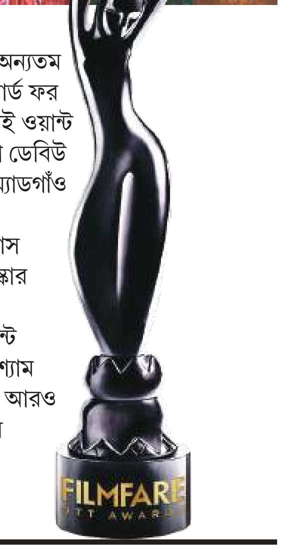

মাঠে ময়দানে
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
17 October, 2025 • Friday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

এশিয়া কাপে ভারতের কাছে তিন ম্যাচে হারের শাস্তি। নেতৃত্ব হারানোই নয়, বাদ যেতে পারেন আঘা

অনেক ভালবাসা অপেক্ষা করছে

রো-কোকে বার্তা ওয়াটসনের

পারথ, ১৬ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটপ্রেমীরা বিরাট-রোহিতকে ভালবাসায় ভরিয়ে দেবে। আগাম ঘোষণা শেন ওয়াটসনের। তবে এখন যেহেতু দুই মহাতারকা শুধু একটি ফর্ম্যাটেই খেলেন তাই সেটা তাঁদের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে বলেও জানিয়েছেন প্রাক্তন অলরাউন্ডার।

৭ মার্চ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল খেলার পর আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলবেন রো-কো। পারথে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচ রবিবার। জিওহটস্টার-এ ওয়াটসন বলেছেন, আমি নিশ্চিত যে এটাই হবে রোহিত ও বিরাটের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফর। দর্শকেরা ওদের ভালবাসায় ভরিয়ে দেবে। আর বিরাট বরাবরই অস্ট্রেলিয়ায় ভাল খেলে এসেছে। ও জানে কীভাবে সেই ভালবাসা ফিরিয়ে দিতে হয়। এখানকার মানুষ জানে বিরাট কতবড় ক্রিকেটার। দুজনের জন্য অস্ট্রেলীয়রা ভালবাসা ছড়িয়ে না দিলে আমি বরং অবাক হব। আর রোহিত হল লিডার এবং পারফর্মার। দুর্দান্ত ক্রিকেটার।

ওয়াটসন আরও বলেছেন, বিরাট ও রোহিত বর্তনে আইসিসির সেরা পাঁচ ওডিআই ব্যাটারের অন্যতম। কিন্তু ওরা যেহেতু এখন শুধু এই ফর্ম্যাটেই খেলে তাই ব্যাপারটা ওদের জন্য কঠিন হবে। সেরা বোলারদের সামনে স্কিল মেলে ধরতে একটু অ্যাডজাস্টমেন্টের দরকার হবে।

কিন্তু ওরা এত ভাল ক্রিকেটার যে এটা সমস্যা হবে না। তিনি আরও যোগ করেছেন, এই ভারতীয় দল ২০২৫-এ অপরাজিত। ওরা দুটো জিনিস সঙ্গে করে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছে। এক, প্রচুর প্রতিভা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। আর দুই হল গৌতম গম্ভীরের লিডারশিপ। গম্ভীর ছেলেদের খোলামনে খেলার স্বাধীনতা দিয়েছে। এইজন্যই ভারতীয় দল এখন সাহসী ও আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলছে। এতে সমস্ত প্রতিভা স্ফুরিত হচ্ছে আমার প্রশ্ন হল অস্ট্রেলিয়া কি ওদের অপরাজিত তকমা কেড়ে নিতে পারবে? কিন্তু তাতে ওদের অনেক ভাল খেলতে হবে। কারণ, এই ভারতীয় দল ততটাই ভাল। তবে একটা দারুণ সিরিজ অপেক্ষা করে আছে।

যুব বিশ্বকাপ ফাইনালে আর্জেন্টিনা

সান্তিয়াগো, ১৬ অক্টোবর : ৩৬ বছরের অপেক্ষা শেষে ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জিতেছিল লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা। দেশের অনূর্ধ্ব ২০ দল ১৮ বছরের অপেক্ষার অবসানের খুব কাছে চলে এল। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের ট্রফি থেকে মাত্র একটি জয় দূরে মেসির দেশের যুব দল। চিলিতে সেমিফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে যুব বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার জয়ের নায়ক ইন্টার মায়ামিতে মেসির সতীর্থ মাতেও সিলভেত্তি। ৭২ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন ১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। সোমবার সান্তিয়াগোতে ফাইনালে আফ্রিকার দল মরক্কোর মুখোমুখি হবে তারা। শেষ চারের লড়াইয়ে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে মরক্কো। ২০০৭ সালের পর আবার অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি আর্জেন্টিনার সামনে। কাঁটা এখন মরক্কো। মেসি যুব বিশ্বকাপ জিতেছিলেন ২০০৫ সালে। সিলভেত্তিরা পারেন কি না দেখার। অন্যদিকে, মরক্কোর এটি প্রথম যুব বিশ্বকাপ ফাইনাল।

কোচ হলেন ম্যাক্সওয়েল

মেলবোর্ন : চোটের কারণে ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে খেলবেন না গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। অনিশ্চিত টি-২০ সিরিজেও। তার মধ্যেই জানা গিয়েছে, এবার কোচিংয়ে পা রাখছেন অস্ট্রেলিয়ার মারকুটে ব্যাটার। ২১ অক্টোবর শুরু হতে চলা অস্ট্রেলিয়ার টি-২০ টুর্নামেন্ট স্প্রিং চ্যালেঞ্জে মেলবোর্ন স্টারসের সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করবেন ম্যাক্সওয়েল। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম এই খবর জানিয়েছে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত টি-২০ সিরিজের আগে নেটে ব্যাট করার সময় মিচেল ওয়েনের বলে হাতে চোট পান ম্যাক্সওয়েল। এরপরই ভারতের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ থেকে ছিটকে যান তিনি।

ফের সেঞ্চুরি, জেতালেন হিলি

বিশাখাপত্তনম, ১৬ অক্টোবর : মেয়েদের বিশ্বকাপে বিধ্বংসী ফর্মে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিনি ১১৩ রানে নটআউট থেকে যান। আরেক ওপেনার লিচফিল্ড নটআউট থাকলেন ৮৪ রানে। এর আগে বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাট করে ৫০ ওভারে ১৯৮ রান তুলেছিল। এই রান বিনা উইকেটে তুলে দিয়ে অস্ট্রেলিয়া শুধু জেতেইনি, এবারের টুর্নামেন্টে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করল। বাংলাদেশের হয়ে রুবিয়া হালদার ৪৪ ও শোভনা মস্তারি ৬৬ রান করেছেন। কিন্তু ওভার পিছু ৪ রান হিলিদের সামনে কোনও শক্ত চ্যালেঞ্জ ছিল না। অধিনায়ক নিজে ৭৭ বলে ২০টি বাউন্ডারির সাহায্যে এই রান করেছেন। লিচফিল্ডের ব্যাট থেকে এসেছে ১২টি বাউন্ডারি ও ১টি ওভার বাউন্ডারি। স্রেফ ২৪.৫ ওভারে জয়ের রান তুলে নিয়েছে টুর্নামেন্টে অপ্রতিরোধ্য অস্ট্রেলিয়া।

কাপই কাড়তে পারে, চ্যাম্পিয়ন তো আমরা

নকভিকে একহাত বরুণের

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর : এশিয়া কাপ জয়ের পর ট্রফি বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন ভারতীয় দলের রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। ফাইনালের পর কফি কাপ নিয়ে ছবি পোস্ট প্রসঙ্গ টেনে বরুণ কটাক্ষ করেছেন পিসিবি কর্তা তথা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে। ভারতের অন্যতম সেরা টি-২০ স্পিনার জানিয়েছেন, পাকিস্তান শুধু কাপটাই কেড়ে নিতে পারে! চ্যাম্পিয়ন দল তো ভারত।

'ব্রেকফাস্ট উইথ চ্যাম্পিয়ন্স'-এ সঞ্চালক গৌরব কাপুরকে বরুণ বলেছেন, আমি জানতাম যে ভারতই এশিয়া কাপ জিতবে। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানকে হারানোর পরই বুঝে যাই, যদি ফাইনালে ওরা ওঠে তাহলে আমরাই জিতব। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা করা ছিল।

বরুণ জানিয়েছেন, কাপ নিয়ে শুয়ে থাকার উৎসব তাঁর আগে থেকেই পরিকল্পনা করা ছিল। তাঁর কথায়, আমি আগে থেকেই সব ভেবে রেখেছিলাম। ঠিক করেছিলাম ঘুমানোর সময় পাশে কাপ রেখে ছবি তুলে পোস্ট করব। ম্যাচের পর আমাদের সামনে কিছুই ছিল না। একটা কফি কাপ ছিল ঘরে। সেটা নিয়েই ছবি তুলেছি। আসলে আমরা জানতাম সব ম্যাচ জিতব। কারণ, আমরাই বিশ্বের এক নম্বর দল। ট্রফি ছিনিয়ে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন আমরাই!

২৫ বছর বয়সে টেনিস বলে ক্রিকেট শুরু করেছিলেন। এখন তিনি ৩৪। তার মধ্যেই বিশ্বের অন্যতম সেরা টি-২০ বোলার বরুণ। তিনি বলেন, ক্রিস গেইল এবং বিরাট কোহলিকে বল করার সময় চিন্তায় থাকতাম। এখন অভিষেক শর্মাকে নিয়েও একই অনুভূতি আমার। অভিষেককে বলতে চাই, বোলারদের যেন একটু দয়া দেখায়।

লখনউয়ের পরামর্শদাতা উইলিয়ামসন

প্রতিবেদন : আইপিএল নিলাম থেকে গতবার ঋষভ পন্থকে ২৭ কোটি টাকা দিয়ে নিলেও প্রত্যাশিত ফল পায়নি লখনউ সুপার জায়ান্টস। মেন্টর হিসেবে সাফল্য এনে দিতে পারেননি জাহির খানও। তাই এবার নতুন পদ তৈরি করে নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনকে নিয়ে এলেন লখনউয়ের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তিনি জাহিরের পরিবর্ত বলে জানা গিয়েছে। লখনউ দলের 'স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভাইসর' বা কৌশলগত পরামর্শদাতা হলেন উইলিয়ামসন। দক্ষিণ আফ্রিকা টি-২০ লিগে গোয়েঙ্কার দল এবার ডারবান সুপার জায়ান্টসের হয়ে খেলেছেন উইলিয়ামসন। সমাজমাধ্যমে গোয়েঙ্কা লিখেছেন, কেন উইলিয়ামসন সুপার জায়ান্টস পরিবারের সদস্য ছিল। ওকে নতুন ভূমিকায় স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত। কেনের নেতৃত্ব, কৌশল, ক্রিকেটীয় দর্শন নিয়ে অগাধ জ্ঞান এবং খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করতে পারার ক্ষমতা রয়েছে। দলের জন্য যা অমূল্য হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। উইলিয়ামসন এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেননি। তবে গত মরশুমে আইপিএল দল পাননি।

এবার 'মেসি কাপ', আয়োজক লিও

মায়ামি, ১৬ অক্টোবর : নিজেই একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে চলেছেন লিওনেল মেসি। ডিসেম্বরে মায়ামিতে হবে প্রতিযোগিতা। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে সে কথা জানিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। প্রতিযোগিতার নাম 'মেসি কাপ'।

ভবিষ্যতের মেসি তুলে আনার লক্ষ্য নিয়েই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। আদতে এটি যুব ফুটবল টুর্নামেন্ট। অনূর্ধ্ব ১৬ দল অংশ নেবে। আটটি দলকে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রতিযোগিতার জন্য।

চারটি করে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হবে দলগুলিকে। রাউন্ড রবিন ফরম্যাটে হবে খেলা। ম্যাচগুলি হবে দক্ষিণ ফ্লোরিডার বিভিন্ন মাঠে। ৯-১৪ ডিসেম্বর হবে এই প্রতিযোগিতা।

মেসি সমাজমাধ্যমে পোস্টে লিখেছেন, একটি খবর আপনাদের দিতে পেরে আমি সত্যিই খুব খুশি। বলতে পারেন বেশ উত্তেজিতও। ডিসেম্বরে মায়ামিতে একটি বিশেষ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলোর যুব দল অংশ নেবে। ইন্টার মায়ামি, বার্সেলোনা, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি, রিভারপ্লেট, মেসির ছোটবেলার ক্লাব নিউওয়েলস ওল্ড বয়েজ, চেলসি, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের অনূর্ধ্ব ১৬ দল খেলবে। ফুটবলের ভবিষ্যৎ কাদের হাতে রয়েছে সেটা দেখার ও বোঝার একটা দারুণ সুযোগ। প্রতিযোগিতা চলাকালীন একাধিক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানও হবে। আশা করি, 'মেসি কাপ' সবাই পছন্দ করবে। মেসির প্রযোজনা সংস্থা ৫২৫ রোজারিও প্রতিযোগিতার আয়োজক।

সুনীলের ফেরা ভারতীয় ফুটবলের জন্য ঠিক হয়নি। সিঙ্গাপুরের কাছে হারের পর বললেন বাইচুং

মাঠে ময়দানে

বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ

মুখ্যমন্ত্রীকে ১০ লক্ষ টাকা তুলে দেবেন মেসি

প্রতিবেদন : ১৪ বছর পর ফের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেসি ম্যাজিকের অপেক্ষা। আগামী ১৩ ডিসেম্বর লিওনেল মেসির সম্মানে যুবভারতীতে আয়োজিত হবে 'গোট কাপ'। আর্জেন্টাইন জাদুকরের সামনেই মেসি মোহনবাগান অলস্টার এবং মেসি ইস্টবেঙ্গল অলস্টারের মধ্যে ডার্বি হবে। যুবভারতীতে মেসিকে সংবর্ধনা দিতে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্যা কবলিত বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের জন্য সেদিন মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাজ্য সরকারের ত্রাণ তহবিলে ১০ লক্ষ টাকার অনুদান তুলে দেবেন স্বয়ং মেসি।

বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনার মহানায়ককে যিনি আনছেন সেই ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্ত জাগোবাংলাকে বললেন, ভারত সফর নিয়ে মেসির সরকারি বিবৃতিতেই ছিল যে, তিনি এখানে এসে তিন শহরেই চ্যারিটিতে অংশ নেবেন। তারই অঙ্গ হিসেবে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাজ্য সরকারের ত্রাণ তহবিলে আর্থিক অনুদান তুলে দেবেন মেসি। যেহেতু উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় এত বড় বিপর্যয় হয়েছে, তাই আমরা এই উদ্দেশ্যেই অনুদান দিচ্ছি। মেসি নিজে ১৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেবেন।

কলকাতা, মুম্বই ও দিল্লিতে মেসি-র গোট কাপ ইভেন্ট নিশ্চিত হলেও নভেম্বরে কেরলে তাঁর নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা দল ফিফা ফ্রেন্ডলি খেলতে আসছে না। বাতিল হতে চলেছে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচ। সূচির চাপেই কেরলের বদলে মরক্কো বা অন্য কোথাও হতে পারে ম্যাচ।

আইএসএল-জট কাটার পথে

দশ ক্লাবের চিঠির পরই দরপত্র প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : আইএসএলের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি জারি করা নিয়ে ফেডারেশনের টালবাহানা নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালেই কড়া চিঠি জমা পড়েছিল দিল্লির ফুটবল হাউসে। রাতেই দেশের সর্বোচ্চ লিগের আয়োজক স্বত্ব চেয়ে দরপত্র আহ্বান করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। আগামী ১৫ বছর ভারতীয় ফুটবল কার হাতে থাকবে, জানা যাবে ৫ নভেম্বর। সেদিনই দরপত্র খোলা হবে। টেন্ডার প্রকাশিত হওয়ায় ডিসেম্বরে আইএসএল শুরুর সম্ভাবনা তৈরি হল।

নতুন সংস্থার সঙ্গে ১৫ বছরেরই চুক্তি হবে। রিলায়েন্সের (এফএসডিএল) সঙ্গে যেভাবে এমআরএ চুক্তি করা হয়েছিল ২০১০ সালে, সেই শর্তেই আইএসএলের নতুন বাণিজ্যিক সঙ্গী চাইছে এআইএফএফ। বিড জয়ী নতুন সংস্থাকে বছরে ৩৭.৫ কোটি টাকা দিতে হবে ফেডারেশনকে। আবেদনকারী সংস্থার ন্যূনতম টার্নওভার হতে হবে ২৫০ কোটি টাকা। ফেডারেশনের গড়িমসিতে বিরক্ত আইএসএলের ১০ ক্লাবের জোট বৃহস্পতিবার কড়া চিঠি দিয়ে টেন্ডার পরিস্থিতি জানতে চায় ফেডারেশনের কাছে। কলকাতার তিন প্রধান ছাড়া আইএসএলের বাকি দশটি ক্লাব চিঠিতে সই করে। রাতেই ফেডারেশনের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি।

সুদীপ-সুমন্তর ব্যাটে এগোল বাংলা

উত্তরাখণ্ড ২১৩, বাংলা ২৭৪-৬

প্রতিবেদন : যেরকম ভাবা গিয়েছিল তাই হল। উত্তরাখণ্ডকে প্রথম ইনিংসে পিছনে ফেলে দিল বাংলা। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে তারা ৬১ রানে এগিয়ে রয়েছে। বাংলার রান ২৭৪-৪। এখান থেকে রান যত বাড়বে ততই চাপ বাড়বে উত্তরাখণ্ডের।

সকালে ৮-১ নিয়ে খেলা শুরু করে ২০ রানে সুদীপ ঘরামিকে (১৫) হারিয়েছিল বাংলা। বোলার ছিলেন সেই দেবেন্দ্র সিং বোরা, যিনি আগের দিন প্রথম বলে অভিমন্যু ঈশ্বরণকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এরপর ছোট দুটি পার্টনারশিপে পরিস্থিতি সামলে নিয়েছিলেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ মজুমদার ও অভিষেক পোড়েল। সুদীপ ও অনুষ্টুপের (৩৫) জুটিতে খুব বড় রান না হলেও ৪৩ রানের জুটিতে সকালের ওই সময় দলের পতন আটকানো গিয়েছিল। দেবেন্দ্র ও রাজনের বল তখন মুভ করছিল। এরপর সুদীপ ও অভিষেক (২১) জুড়েছেন ৩৪ রান। কিন্তু বাংলার ইনিংসে এযাবৎ সবথেকে বড় পার্টনারশিপ হয়েছে সুদীপ ও সুমন্ত গুপ্তর জুটিতে। এই দু'জন মিলে তুলেছেন ১৫৬ রান।

দাপট ব্যাটারদেরই। রঞ্জি ম্যাচের দ্বিতীয় দিন।

উত্তরাখণ্ড বোলারদের মধ্যে দেবেন্দ্র ৬৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। বাংলার ব্যাটিং শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি নিয়ন্ত্রিত সুইংয়ে সুদীপ-অভিমন্যুদের চাপে ফেলেছেন। খুব জোরে বল করেননি কিন্তু অফ ও অফের বাইরে বল রেখে নিয়ন্ত্রিত সুইং করেছেন। বাংলার বাকি দুটি উইকেট নেন রাজন কুমার ও অবনীশ সুধা। এদিন মাত্র ২ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। ২৬৪ বলের ইনিংসে তিনি ১২টি বাউন্ডারি মেরেছেন। দেবেন্দ্রর বলে সুচিতের হাতে ক্যাচ দিয়ে তিনি ফিরে যান। সুদীপ সেঞ্চুরি না পেলেও সুমন্তর সামনে কিন্তু এই সুযোগ রয়েছে। ১৪৯ বল খেলে তিনি ৮২ রানে নট আউট রয়েছেন। এদিন বাংলার আর যে ব্যাটার আউট হয়েছেন তিনি হলেন স্পিনার-অলরাউন্ডার বিশাল ভাটি। তিনি রাজনের বলে ১৫ রানে বোল্ড হয়ে যান।

ইডেনের উইকেট নিয়ে খুব এটা সন্তুষ্ট নয় বঙ্গ শিবির। উত্তরাখণ্ড ইনিংসে বোলারদের জন্য আরেকটু সুবিধা প্রত্যাশিত ছিল। বৃহস্পতিবার ব্যাটাররা অবশ্য বড় ইনিংসের সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সুদীপ সেঞ্চুরি পাননি। সুমন্ত সেটা পান কি না সেটাই দেখার।

ডার্বির জন্য তৈরি মনবীর, হিরোশিরা

ফিট মনবীর। পাশে ফুরফুরে মহেশ।

প্রতিবেদন : চলতি মরশুমে ডুরান্ড কাপে ডার্বি হেরেছে মোহনবাগান। কলকাতা লিগের হার ধরলে ডার্বিতে মরশুমে ০-২ পিছিয়ে থেকে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে নামছে জোসে মোলিনার দল। ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, জেসন কামিন্সদের কাছে সুযোগ রয়েছে ডুরান্ডে ইস্টবেঙ্গলের কাছে হারের জবাব দেওয়ার। ফাইনালের আগে রণকৌশল ফাঁস হওয়ার আশঙ্কায় যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে দুই প্রধানই রুদ্ধদ্বার প্রস্তুতি সারে। মোহনবাগানের জন্য স্বস্তির খবর, ফিট মনবীর সিং এদিন পুরোদমে অনুশীলন করেছেন। ডার্বির জন্য তৈরি তিনি। ইউনাইটেড ম্যাচে যাঁরা ৯০ মিনিট খেলেছিলেন তাঁরা বৃহস্পতিবার রিকভারি করেন। বাকিদের নিয়ে পাসিং ফুটবলে জোর দেন কোচ মোলিনা। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো ডার্বির কম্বিনেশন তৈরির আগে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সবাইকেই দেখে নিলেন। ডার্বিতে অভিষেক হচ্ছে জাপানি ফরোয়ার্ড হিরোশি ইবুসুকির। এদিন জাতীয় দলের আনোয়ার আলি, নাওরেম মহেশ সিং যোগ দেন ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে। মোহনবাগানেরও শক্তি বাড়ল জাতীয় দলের দুই ফুটবলার আপুইয়া ও শুভাশিস বোস যোগ দেওয়ায়। শুক্রবার দুই প্রধানের তাঁবু থেকেই অফলাইনে ডার্বির টিকিট পাওয়া যাবে। অনলাইনে ৩০ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে। এদিন শহরের বিভিন্ন জায়গায় হুডখোলা গাড়িতে শিল্ড নিয়ে পরিক্রমা হয়। আইএফএ-র দাবি, ফাইনালে যুবভারতী হাউসফুল থাকবে।

ঈশান ১৭৩, পাতিদার ১০৭

হায়দরাবাদ : সনৎ সঙ্গওয়ান এবং আয়ুষ দোসেজার ডাবল সেঞ্চুরিতে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে ৫২৯ রানের পাহাড়ে দিল্লি। ৫ উইকেট হারিয়ে এই রানেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করে তারা। ইন্দোরে অন্য ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের অধিনায়ক রজত পাতিদার পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে ১০৭ রানে অপরাজিত। তাঁর সেঞ্চুরিতে ভর করেই দ্বিতীয় দিনের শেষে ৭৩ রানে এগিয়ে মধ্যপ্রদেশ। সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কর্নাটক প্রথম ইনিংসে করেছে ৩৭২ রান। সৌরাষ্ট্রের স্পিনার ধর্মেন্দ্র জাদেজা নেন ৭ উইকেট। কর্নাটকের দেবদূত পাড়িক্কাল (৯৬) সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন। টেস্ট দল থেকে বাদ পড়া করুণ নায়ার করেন ৭৩। এদিন তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ঝাড়খণ্ডের ঈশান কিশান ১৭৩ রান করেছেন। এর ফলে বাবুমাদের সিরিজের আগে নির্বাচকদের বার্তা দিলেন তিনি।

সুপার কাপে নেই কাশ্মীর

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর : সুপার কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল রিয়াল কাশ্মীর। ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, আই লিগের ক্লাবটি তাদের বিদেশি ফুটবলারদের ভিসার ব্যবস্থা করতে না পারায় টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নিয়েছে। কাশ্মীরের জায়গায় সুপার কাপে খেলবে আই লিগের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব। কাশ্মীরের ক্লাবটির সমস্যার শিকড় আরও গভীরে। আর্থিক সংকট এবং সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অপেশাদারিত্বের কারণেই টুর্নামেন্টে না খেলার সিদ্ধান্ত কাশ্মীরের ক্লাবটির। শুধু তাই নয়, ভারতীয় ফুটবলের বর্তমান অচলাবস্থায় ক্লাব আর চালাতে চাইছেন না কর্তারা। ২০১৬ সালে রিয়াল কাশ্মীর প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে তারা টানা সাতটি মরশুম আই লিগে খেলে। গত দুই মরশুমে খেতাবি লড়াইয়ে ছিল কাশ্মীর। গত মরশুমে আই লিগে তৃতীয় হয় তারা।

খেলবে ডেম্পো

সৌরভকে লাইফটাইম, সেরা কোচ কিবু

প্রতিবেদন : ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের বিচারে এবার যে তিনজন লাইফটাইম অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন, তাঁরা হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, লিয়েন্ডার পেজ ও দিলীপ টিরকে। সিনিয়রদের বর্ষসেরা খেলোয়াড়া ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। জুনিয়র বিভাগে সারবারথো মানি। সেরা ক্রিকেটার আকাশ দীপ। সেরা ফুটবলার শুভাশিস বোস। তারকা ফুটবলার রবি হাঁসদা। মেয়েদের সেরা ফুটবলার হলেন সঙ্গীতা বাসফোরে। সেরা অ্যাথলিট শতায়ু মণ্ডল। সেরা জিমন্যাস্ট ও শুটার যথাক্রমে প্রতিষ্ঠা সামন্ত ও অভিনব সাউ। সেরা কোচ কিবু ভিকুনা। ২৪ অক্টোবর বিকেল ৪টেয় অ্যানুয়াল অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান।

১৬
১৭ অক্টোবর ২০২৫
শুক্রবার

মাঠে ময়দানে

17 October, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাপারাজ্জিদের দেখেই চটলেন বুমরা। রেগে বললেন, তোমরা তো আমার জন্য আসনি! দিল্লির ঘটনা

মাসের সেরা স্মৃতি-অভিষেক

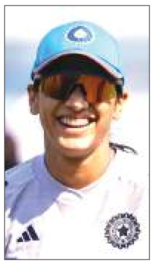

■ **দুবাই** : আইসিসির সেপ্টেম্বর মাসের সেরা ক্রিকেটার হলেন স্মৃতি মান্ধানা ও অভিষেক শর্মা। যার অর্থ দুটি পুরস্কারই এল ভারতে। স্মৃতির সঙ্গে লড়াই ছিল পাকিস্তানের সিদারা আমিন ও দক্ষিণ আফ্রিকার তাজমিন ব্রিটসের। আর অভিষেক পিছনে ফেলে দিলেন ভারতেরই কুলদীপ যাদব ও জিম্বাবোয়ের ব্রায়ান বেনেটকে। মূলত এশিয়া কাপের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে এই দুজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। অভিষেক এশিয়া কাপে ৩১৪ রান করেছিলেন। স্মৃতিও সেপ্টেম্বরে দারুণ ফর্মে ছিলেন। চারটি একদিনের ম্যাচ খেলে তিনি ৩০৮ রান করেন।

বিমানবিভ্রাটে চার ঘণ্টা দেরি, ক্লান্তি নিয়েও সোজা স্টেডিয়ামে

পারথে প্রস্তুতি শুরু বিরাট-রোহিতের

পারথ, ১৬ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ শুরুর আগেই বিড়ম্বনায় পড়ে ভারতীয় দল। বিমানবিভ্রাটে নির্ধারিত সময়ের চার ঘণ্টা দেরিতে ভারতীয় সময় ভোর চারটের সময় পারথে টিম-হোটেলে পৌঁছন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। কিন্তু ক্লান্তি নিয়েও দুই সিনিয়র তারকা মাঠে নেমে পড়েন। পারথে একসঙ্গে দু'জনে নেটে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং অনুশীলন করেন। কখনও থ্রো ডাউন নিয়েছেন। আবার অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানাকে খেলেন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের প্রায় সাত মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে রোহিত ও বিরাটের। ২০২৭ বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করে নিজেদের ওয়ান ডে ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় দূর করতে দু'জনে কতটা মরিয়া, অস্ট্রেলিয়া সিরিজের জন্য তাঁদের প্রস্তুতির তাগিদই বলে দিচ্ছে। 'রো-কো' জুটির সঙ্গে কেএল রাহুল, শ্রেয়স আইয়ার-সহ দলের আরও কয়েকজনও এদিন অনুশীলন করেন। বুধবার সন্ধ্যার বিমান ধরায় কোচ গৌতম গম্ভীর পারথে পৌঁছন বৃহস্পতিবার সকালে।

দিল্লি থেকে প্রায় চার ঘণ্টা দেরিতে বিমান ছাড়ার কারণেই অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছতে বিলম্ব হয় শুভমন গিলদের। স্বাভাবিকভাবেই সিঙ্গাপুর থেকে নির্ধারিত সময়ের ফ্লাইট ধরতে পারেনি ভারতীয় দল। সিঙ্গাপুর থেকে পরের বিমানে বিরাটরা পারথে পৌঁছন। বিরাটদের স্বাগত জানাতে হোটেলের ঠিক বাইরে হাজির হয়েছিলেন বেশ কিছু সমর্থক। ক্লান্তির কারণে ক্রিকেটাররা সমর্থকদের ছবি তোলার অনুরোধে সাড়া দেননি। তাছাড়া নিরাপত্তার কড়াকড়িও ছিল। রোহিত, বিরাটকে নিয়েই উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দু'জনেরই এটি সম্ভাব্য শেষ সিরিজ। ভিডিওতে দেখা যায়, এক সমর্থক হাজির হয়েছিলেন দুই মহাতারকার ছবি দিয়ে বাঁধানো একটি ফ্রেম নিয়ে। তিনি ছবিটি রোহিত-বিরাটের হাতে তুলে দিতে চেয়েও পারেননি। তবে বিকেলে অনুশীলনে যাওয়ার সময় হোটেলের বাইরে অপেক্ষারত ভক্তদের নিরাশ করেননি বিরাট ও রোহিত। এশিয়া কাপে 'করমর্দন বিতর্ক' ভুলে এক পাক ভক্তকে অটোগ্রাফ দেন কিং কোহলি। সাহিল নামের ভক্তটি আরসিবি-র জার্সি এগিয়ে দেন। হাসিমুখে তাতে সই করে দেন বিরাট। তবে পাক ভক্তের সঙ্গে বিরাট করমর্দন করেছেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। অস্ট্রেলিয়ার এই ছবি নেট দুনিয়ায় ভাইরাল।

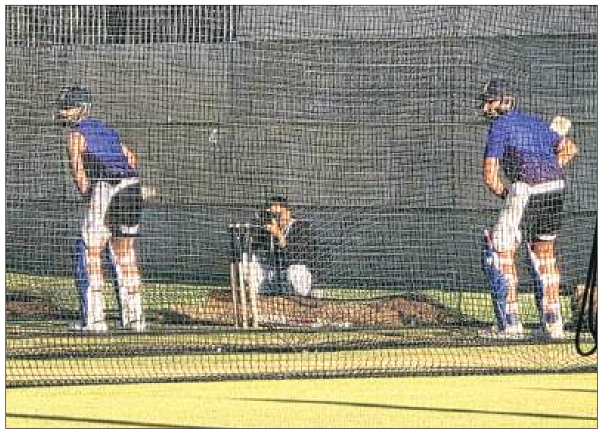

বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলের সঙ্গে বিরাট। (ডানদিকে) পাশাপাশি দুই নেটে অনুশীলন চলছে মহাতারকাদের। বৃহস্পতিবার পারথে।

উপভোগ না করলে ওরা নিজেরাই সরে যাবে : শাস্ত্রী

মুম্বই, ১৬ অক্টোবর : সাত মাস পর ভারতীয় দলের জার্সিতে আবার খেলতে নামছেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে নামার আগে তাঁরা আর কতদিন খেলবেন এটা নিয়েও চর্চা শুরু হয়েছে। তাঁরা কি ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলবেন? বিরাট ও রোহিত একসঙ্গে কখনও ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ জেতেননি। ২০১১ বিশ্বকাপে বিরাট ভারতীয় দলে থাকলেও তখন সুযোগ পাননি রোহিত।

এই আবহে দুই মহাতারকার অবসর নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। তিনি অবশ্য এই ইস্যুতে এখনই চূড়ান্ত কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি বলেছেন সবটাই নির্ভর করছে ফর্ম ও মোটিভেশনের উপর। তিনি এক্ষেত্রে ফিটনেসের কথাও টেনে এনেছেন। ফক্স নিউজকে শাস্ত্রী বলেছেন, বিরাট হল মাস্টার চেজার। আর রোহিত টপ অর্ডারে ঝড় তুলে দেয়। ওরা অবশ্য এখন অনুভব করতে পারছে যে অনেক ক্রিকেট খেলে ফেলেছে। ওদের নিয়ে এখন দেখতে হবে তুমি এখনও কতটা ফিট। রানের খিদে এখনও তোমার মধ্যে আছে কিনা। এখনও তুমি এই খেলাটার জন্য আবেগ অনুভব কর কিনা।

বার্বাডোজে টি ২০ বিশ্বকাপ জেতার পর রোহিত ও বিরাট টি ২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নেন। এরপর গত ইংল্যান্ড সফরের আগে দুজনে টেস্ট ক্রিকেটকেও বিদায় জানিয়েছেন। শাস্ত্রী বলেছেন, টি ২০ বিশ্বকাপ জেতার পর ওরা কীভাবে এই ফর্ম্যাট থেকে সরে গেল সেটা আপনারা দেখেছেন। জাদেজা, বিরাট ও রোহিত একসঙ্গে চলে গেল। ওদের কেউ অবসর নিতে বলেনি। কিন্তু ওরা নিজেরাই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার মনে হয় একদিনের ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও এমনই হবে। যদি ওদের ফর্ম ভাল না থাকে, যদি খেলাটাকে আর উপভোগ করতে না পারে তাহলে মনে হয় নিজেরাই সরে যাবে।

বিরাট হল মাস্টার চেজার। আর রোহিত টপ অর্ডারে ঝড় তুলে দেয়। ওরা অবশ্য এখন অনুভব করতে পারছে যে অনেক ক্রিকেট খেলে ফেলেছে। ওদের নিয়ে এখন দেখতে হবে তুমি এখনও কতটা ফিট। রানের খিদে এখনও তোমার মধ্যে আছে কিনা। এখনও তুমি এই খেলাটার জন্য আবেগ অনুভব কর কিনা।

হাল ছাড়লেই ব্যর্থ, বিরাট-বার্তায় চর্চা

পারথ, ১৬ অক্টোবর : অজিভূমে পা রেখেই বিরাট কোহলির একটি পোস্ট। আর তা নিয়েই জল্পনা। সমাজমাধ্যমে সেই পোস্ট নিয়ে অনুরাগীদের অনেকেই মনে করছেন, কিং কোহলি হয়তো অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পরই ওয়ান ডে থেকে অবসরের ইঙ্গিত দিলেন। আবার অন্যদের ধারণা, বিরাট লড়াই ছাড়বেন না। নির্বাচকদের সেই বার্তাই দিয়ে রাখলেন।

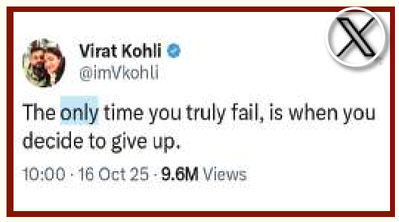

পোস্টে ঠিক কী লিখেছেন বিরাট? মাত্র কয়েকটি শব্দের একটি পোস্টে বিরাট লিখেছেন, 'তুমি তখনই ব্যর্থ হবে, যখন হাল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে'। বিরাটের ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা বা ওয়ান ডে ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার মধ্যেই তাঁর এই পোস্ট নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। ভক্তদের অনেকেই এই পোস্টকে ইতিবাচক হিসেবে নিচ্ছেন। তাঁরা মনে করছেন, বিশ্বকাপ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ারই বার্তা দিয়েছেন বিরাট।

বিরাটের একদা সতীর্থ দীনেশ কার্তিক এদিন তারকা ব্যাটারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা খোলসা করেছেন। কার্তিকের দাবি, ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে মরিয়া বিরাট। সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিওতে ভারতের প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেন, ৩৬ বছরের বিরাট পরের বিশ্বকাপ খেলতে মুখিয়ে রয়েছে। লন্ডনে থাকাকালীন ট্রেনিংয়ের মধ্যে ছিল। নিয়মিত ক্রিকেটের মধ্যেই থেকেছে। দীর্ঘদিন পর ও এতদিন বিরতিতে ছিল। কিন্তু এই সময়টাকে কাজে লাগিয়েছে। সপ্তাহে তিনটি প্র্যাকটিস সেশনে অংশ নিত। ২০২৭ বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে আশাবাদী বিরাট।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ওয়ান ডে-তে বিরাটের ব্যাটিং গড় ৫৪.৫০। ৪৮ ম্যাচে ২৪৫১ রান করেছেন। ৮টি শতরান এবং ১৫টি অর্ধশতরান। পছন্দের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রত্যাবর্তন-মঞ্চই দিতে পারে বিরাট ভবিষ্যতের বার্তা।